শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার মুজুরী পরিশোধ কর- *আল হাদীস*

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক

সম্মেলন স্মারক ২০০৮

মরহুম কবীর আহমদ মজুমদার স্মরণে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিজেএফ-৮

রাসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেছেন ঃ

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি কাজ ব্যতীত তার আমলের সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তা হচ্ছে ছাদাক্বাহ জারিয়াহ্, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

- মুসলিম, তিরমিযী

সাফল্য ও অগ্রগতির ২৫ বছর

আপনি কি চান?

- মৃত্যুর পরেও আপনার কৃত ছাদাক্বাহ্ জারিয়াহ্ অব্যাহত থাকুক ?
- সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন ?

- এর জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এককালীন বা কিস্তির ভিত্তিতে একটি ক্যাশ ওয়াক্বফ্ তহবিল গঠন।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আপনার এ সদিচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চালু করেছে

মুদারাবা ওয়াক্বফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট

আপনি ক্যাশ ওয়াক্বফ একাউন্টে ওয়াক্বফকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন অথবা ক্যাশ ওয়াক্বফ-এর মোট পরিমাণ ঘোষণাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় ন্যূনতম ৳ ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকা বা তার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতে জমা করতে পারেন।

এ হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা ওয়াক্বিফের ইচ্ছা ও শরী'আহ্র বিধান অনুযায়ী দ্বীনি উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com

ইসলামী ব্যাংক আমার ব্যাংক

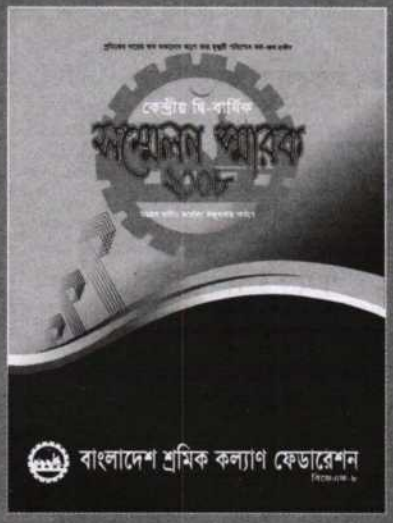

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

(মরহুম কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে)

স্মারক ২০০৮

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি
সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ব্যবস্থাপনায়

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

সহযোগিতায়

- মির্জা মিজানুর রহমান
- এডভোকেট এস এম আবদুল হাই
- মোঃ আবুল হাসেম
- মোহাম্মদ উল্লাহ
- শাহ্ ওয়ালিউল্যাহ তাহের
- এস এম আলাউদ্দিন

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা- ১২১৭ ফোন : ৮৩৫৮১৭৭-৮০১

প্রকাশকাল

আগস্ট-২০০৮
শাবান-১৪২৯
ভাদ্র -১৪১৫

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র

ভিতরের পাতায়

বাণী	৩
সম্পাদকীয়	৬
উদ্বোধনী ভাষণ	৭
স্মৃতির আখরে প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার ॥ মকবুল আহমদ	১০
কবির ভাই চলে গেলেন ॥ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২
ইসলামী জিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি কবির ভাই ॥ মুঃ আমিনুল ইসলাম	১৯
প্রিয় সাথী কবির আহমদ মজুমদার ভাই স্মরণে ॥ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০
সবার কাছেই প্রিয় কবির আহমদ মজুমদার ॥ অধ্যাপক আহছানুল্লাহ	২২
স্মৃতিতে অম্লান প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার ॥ এড: এস.এম. আব্দুল হাই	২৫
হৃদয়ে ভাস্বর কবির আহমদ মজুমদার ॥ মির্জা মিজানুর রহমান	২৭
শ্রদ্ধেয় কবির আহমদ মজুমদারকে যেমন দেখেছি ॥ দিদারুল আলম মজুমদার	২৮
কবির ভাই ছিলেন আমার শিক্ষকতুল্য ॥ শেখ আবু মোর্শেদ (কচি)	২৯
কবিতা : বল বিশ্বসভ্যতা গড়েছে কারা ॥ মীর্যা সিকান্দার	৩০
বাবার আদর্শে মানুষ হতে চাই ॥ তানভির আহমদ মজুমদার (নিশাত)	৩১
আমার বাবা ॥ সাদিয়া ফেরদৌস	৩২
দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত)	৩৩
স্মৃতির পাতায় মরহুম কবির আহমদ মজুমদার	৩৭
বিজ্ঞাপন	৪৫

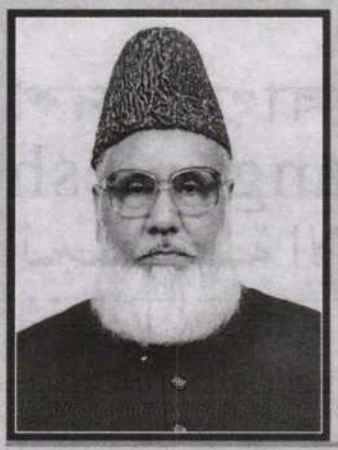

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ২০০৮ উপলক্ষে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে একটি স্মারক প্রকাশ করছে জেনে আমি তাদেরকে মোবারকবাদ জানাই।

স্মরণ রাখতে হবে, মহান রাব্বুল আলামিন দয়া করে আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা মানুষ ও মুসলিম মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদেরকে যে মিশন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মরহুম কবির আহমদ মজুমদার সেই মিশনেরই একজন। তিনি ছাত্রজীবনে ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। যে দায়িত্ব তার উপর অর্পিত ছিল তা তিনি পালন করার চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক ময়দানে দীর্ঘদিন শ্রমজীবী অসহায় আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দ্বীনের পক্ষে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। দুনিয়ার শান্তি আর আখেরাতের মুক্তির প্রকৃতপথ শুধুমাত্র ইসলামেই রয়েছে এ সত্য প্রচারে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। দ্বীনী আন্দোলনরত থাকলে যেহেতু তা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ তাই ঐ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যু শহিদী মৃত্যু। আল্লাহ তাঁর মৃত্যুকে শহীদী মৃত্যু হিসাবে কবুল করুন।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক মহা সংকটকাল অতিক্রম করছে। দেশী-বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। আমরা যে মিশন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়। আমরা আমাদের মহান প্রভুর সন্তুষ্টিই চাই। বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ আজ বড়ই অসহায়। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই হতে পারে। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি শ্রমজীবী ভাই-বোনদেরকে অংশ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

সর্বোপরি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৮ এর সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফিজ ॥

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
সাবেক মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
Jamaat-e-Islami Bangladesh
الجماعة الإسلامية بنغلاديش

ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াতের শোকবাণী ও দোয়া

তারিখ: ২৯/০৬/২০০৮ ইং

বরাবর
বেগম কবির আহমদ মজুমদার
পশ্চিম দেবপুর, ছাগলনাইয়া
ফেনী

প্রিয় বোন,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
আশা করি আল্লাহর রাহমাতে ছেলেমেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ভাল আছেন।
আপনার স্বামী ও আমাদের প্রিয় ভাই জনাব কবির আহমদ মজুমদার গত ২৬শে জুন, ২০০৮ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে সাংগঠনিক সফরে যাওয়ার পথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আমি তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। ভাই কবির আহমদ মজুমদার ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন অগ্রসেনা। জীবনের বেশীরভাগ সময়ই তিনি দাওয়াতে দ্বীনের কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ছিলেন। ফেডারেশনের মাধ্যমে শ্রমিক অঙ্গনে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সদা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।
আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং জীবনের সমস্ত নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করার জন্য দোয়া করছি। সাথে সাথে আপনি ও আপনার শোক সন্তপ্ত ছেলেমেয়ে ও পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং ধৈর্য ধারণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওফীক কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ

Yusuf

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
ভারপ্রাপ্ত আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

Office : 505, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. Tel : 0088-02-9331581, 9331239 Fax : 0088-02-8312997
E-mail : info@jamaat-e-islami.org website : www.jamaat-e-islami.org

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৮ উপলক্ষে মরহুম প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে একটি স্মারক প্রকাশ করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রচেষ্টা কবুল করুন।

মরহুম কবির আহমদ মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় আমি তাঁর পাশে উপস্থিত থেকেও বুঝতে পারিনি তিনি আমাদের সকলের প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ থেকে চলে গেছেন। আর এটাই স্বাভাবিক। ডাক আসলে চলে যেতেই হবে। মরহুম কবির আহমদ মজুমদার ছাত্রজীবন থেকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে আসার পর আমি তাকে শ্রমজীবী অসহায় বঞ্চিত মানুষদের আপন ও বন্ধু হিসেবে দেখেছি। তিনি ভাবতেন কিভাবে শ্রমজীবী মানুষদেরকে খোদাদ্রোহী মতবাদের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করে বিশ্ব মানবতার বিধান আল কুরআনের পক্ষে আনা যায় এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এমন অসহায় নিঃস্ব শ্রমিকদের দুনিয়ার লাঞ্ছিত জীবন থেকে কি করে উদ্ধার করে দুনিয়ায় শান্তি আর আখেরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন জ্ঞানে সমৃদ্ধ কবীর ভাই ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের একজন শিক্ষকের মত। মরহুম কবির আহমদ মজুমদার ইসলামী সাহিত্যে ও কুরআন হাদিসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি কুরআনের সুন্দর দরস দিতেন এবং অত্যন্ত পাণ্ডিত্যমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। কবির ভাই এর মৃত্যুতে ফেডারেশনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করুন আমীন। আল্লাহ তাঁর দ্বীনি আমল ও প্রচেষ্টাসমূহ কবুল করুন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজন এবং সংগঠনের সাথীদেরকে ধৈর্য্য ধারন করার তৌফিক দিন।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ভাইকে মাফ করে দাও, তাকে রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে তুমি সম্মানীত মেহমান হিসেবে কবুল কর, তার গোনাহসমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গোনাহগুলোকে ঐভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ী দান কর, তাকে তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার পরিজন দান করো, তাকে তার সংগীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী-সাথী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। আমীন॥

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি

সভাপতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৮ এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে সময় দেশ এবং শ্রমজীবী মানুষ এক গভীর সংকট কাল অতিক্রান্ত করছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাহিরে চলে গেছে। শ্রমজীবী মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। দেশের পাট শিল্পকে ধ্বংস করার পর এখন দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। দেশের সোনালী আঁশ পাট প্রতিবেশী দেশের হাতে চলে যাওয়ার পর আমাদের বর্তমান ৭৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টিস শিল্প ধ্বংস করে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে বারবার এ শিল্পের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। বেসরকারী শ্রমিকদের জন্য আজো পর্যন্ত কোন মজুরী কমিশন ঘোষণা করা হয়নি। জরুরী অবস্থার অজুহাতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বন্ধ করে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর মালিক পক্ষের নির্যাতন চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এসব দল যাতে নির্বাচনে আসতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে প্রকাশ্যে রাজপথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শহীদ রুহুল আমিন, শহীদ মোঃ হাবীবুর রহমান এবং শহীদ নজিবুর রহমান সহ নিরপরাধ অসংখ্য ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হত্যাকারীদের আজো কোন বিচার হয়নি। বরং এসব হত্যাকারীদের পুনরায় ক্ষমতায় আনার আঁতাত ও পাতানো ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজ হুমকির সম্মুখীন।

এ থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে।

উদ্বোধনী ভাষণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
২২ আগস্ট ২০০৮

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বুল আলামীন আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালিন, ওয়ালা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

সম্মানিত প্রধান অতিথি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুহ্‌তারাম আমীর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, আমন্ত্রিত সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সুধীমণ্ডলী ও উপস্থিত প্রাণপ্রিয় ডেলিগেট ভাইসব-

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সম্মেলনের শুরুতেই আমি রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদেরকে আজকের এ সম্মেলন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অগণিত দরূদ এবং সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তি দূত, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যিনি ঘোষণা করেছিলেন "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও" যিনি বলেছিলেন তোমরা যা খাও, তোমাদের অধীনস্তদেরকে তা-ই খেতে দাও, "তোমরা যা পরিধান কর তোমাদের অধীনস্তদের তা-ই পরতে দাও।" গভীর শ্রদ্ধা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি ও রুহের মাগফিরাত কামনা করছি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং ইসলামী শ্রম আইন আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা জনাব কবির আহমদ মজুমদারকে এবং তাদেরকেও স্মরণ করছি যাঁরা ইতিমধ্যে আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গিয়েছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুমমাগফির লাহুম অরহামহুম- হে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের প্রতি রহম কর)।

সম্মানিত মেহমানবৃন্দ ও প্রিয় ভাইসব

আমরা এমন এক সময়ে কেন্দ্রীয় সম্মেলন করছি যখন দেশ এক মহা সংকটকাল অতিক্রম করছে। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে, শ্রমজীবী অসহায় মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। অন্যদিকে সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। ইসলামকে সন্ত্রাস ও মুসলমানকে সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে পরিচিতি করার সুদূর প্রসারী অপচেষ্টা দেশের ভিতরে বাইরে অব্যাহতভাবে চলছে। আজকের এই সম্মেলন থেকে পরিষ্কার করে বলতে চাই ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে যখনই ইসলাম কায়েম হয়েছিল সেখানে শান্তির সমাজ গড়ে উঠেছিল। ইসলাম যেখানে থাকে, সন্ত্রাস সেখানে থাকতে পারে না। বরং ইসলাম না থাকলেই সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আজ এ কথারই সাক্ষী। আজ সন্ত্রাসী অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির ধারক বাহক। আজকে সন্ত্রাস উৎখাতের নামে তারা নিজেরাই সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একের পর এক মুসলিম দেশ ধ্বংস ও মুসলমানদেরকে হত্যা করে চলছে। এদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং সেই সাথে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য মজবুতভাবে গড়ে তুলতে হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি

যারা বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত হয়েছেন, যে সমস্ত মেহমান, দায়িত্বশীল ও ডেলিগেটবৃন্দ সম্মেলনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে সফল করে তুলেছেন, আমি তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই এবং দুনিয়া ও

আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে দোয়া করি। অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ এখনও তার কাংখিত লক্ষ্যাবস্থায় পৌছতে পারেনি। একটি দেশের সরকারী ও বিরোধী দলের যৌথ সহযোগিতায় দেশে স্থিতিশীল সরকার, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার তিন যুগ অতিক্রান্ত হল কিন্তু এখনও স্বাধীনতার ফল জনগণ ভোগ করতে পারেনি। বিশ্ব যখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের দেশে তখন মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের জনগণকে এই মুহূর্তে সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য মানব রচিত বিধানের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে প্রতিষ্ঠা করাই সময়ের অনিবার্য দাবী। মানবতার মুক্তি দেয়ার জন্যই ইসলামের আগমন হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ১৯৬৮ সাল থেকে এ লক্ষ্যেই খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত ভাইসব

আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের শিল্প ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের জনগণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজ দেশের কলকারখানা থেকে তৈরি করে দেশের চাহিদা মেটাতে হবে। শুধু চাহিদা মিটানোই যথেষ্ট নয় বরং দেশের তৈরি পণ্য বিদেশে রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হবে। যেসব দেশ আজকে উন্নত দেশের তালিকায় আছে সেখানে শিল্প সেক্টরের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশকেও শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করতে হবে। দেশের দুর্নীতি ও অসৎ নেতৃত্বের কারণে লোকসানজনিত শিল্প কলকারখানাকে বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানের অন্যায় চাপের মুখে পাইকারীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এতে দেশের বেকারত্ব ও সন্ত্রাস বাড়বে, দেশ পরনির্ভরশীল দেশে পরিণত হবে। তাই যাচাই-বাছাই না করে পাইকারীভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। আমাদের দাবী, একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে বন্ধ ঘোষিত শিল্প কলকারখানাগুলোকে এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ করার তালিকাভূক্ত শিল্প কারখানাগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক- কাদের কারণে শিল্প অলাভজনক হয়েছে। কারো দূর্নীতির কারণে বন্ধ হয়ে থাকলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার কাছ থেকে পাওনা আদায় করা হোক। তাহলেই দেশের শিল্প লাভজনক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা আদায় প্রসঙ্গে বলতে চাই "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে মজুরী দিয়ে দাও"- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মোতাবেক অনতিবিলম্বে শ্রমিকদের সকল বকেয়া পাওনা দিয়ে দেয়া হোক। কলকারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মালিকানায় অংশ দেয়ার নিয়ম চালু করা হোক। ইসলামের এই শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে শুধু আমাদের দেশেই নয়, দুনিয়ার সকল দেশেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী ও ডেলিগেট ভাইসব

বাংলাদেশে খেটে খাওয়া অসহায় শ্রমজীবী মানুষ আজ চরম হতাশায় নিমজ্জিত। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা কঠোর পরিশ্রম করে অথচ তা দিয়ে তাদের মৌলিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না। রাজনৈতিক এবং তথাকথিত শ্রমিক নেতারা ভোট পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের ত্যাগ ও কুরবানী নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলে শ্রমিকদেরকে তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে। ক্ষমতায় গিয়ে তারা অসহায় বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের পরিবর্তে তাদের মুখের গ্রাসটুকুও কেড়ে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের প্রভূদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় ২৮ অক্টোবর '০৬ প্রকাশ্য রাজপথে নারকীয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করে ছাত্রশিবির, জামায়াত ও শ্রমিক কল্যাণের নিরীহ কর্মীদের হত্যা করেছে। খুন করে লাশের উপর নাচানাচি করেছে খুনিরা। এই নারকীয় ঘটনায় হতবাক হয়ে যায় সারাদেশ। ধিক্কার দিয়েছে বিশ্ব। ১/১১-এর পর মানুষ আশা করেছিল এইসব খুনের বিচার হবে। কিন্তু এখনও হত্যাকারীদের বিচার হয়নি। আমরা বিচার দাবী করছি।

শিল্পাঙ্গণে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের সাথে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নিজেরা রাতারাতি বিলাসবহুল বাড়ি গাড়ির মালিক হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মালিক শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবর্তে শ্রমিক নেতাদের মাথা কেনা-বেচার রাজনীতি আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিশ্বাস করে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ-সংঘাত করে একদিকে যেমন শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না অন্যদিকে দেশের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় না। যে কোন সমস্যা আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করে দেশে শ্রমিক অংগনের পরিবেশ সুন্দর রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে শ্রমিক কল্যাণ বিশ্বাস করে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ ধারার শ্রম আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মূল পার্থক্য এখানেই।

প্রিয় ভাইসব

আজকের এ করুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চরিত্রহীন স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের পিছনে না ঘুরে খোদাভীরু, সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। মানুষের গড়া মতবাদ তথা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোনটাই মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। বরং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত জীবন বিধান 'ইসলামের মধ্যেই রয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের মুক্তির পথ। তাই মানব রচিত সকল মতবাদকে উৎখাত করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য জান-মালের কুরবানী আমাদের ঈমানী দাবী। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথই নাজাতের একমাত্র পথ। জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুন থেকে বাঁচার জন্য এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। যারা দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন মনে করেন না, যারা আখেরাতের জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে বিশ্বাস করে থাকেন, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জীবনের ক্ষেত্র মনে করে কাজ করেন, তাদেরকে এ পথে এগিয়ে আসার আকুল আহ্বান জানাচ্ছি। আজকের এ সম্মেলন এ পথে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করুক- মহান আল্লাহর কাছে এ কামনাই করি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের চূড়ান্ত ডাক কখন চলে আসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মরহুম কবির ভাইকে মহান আল্লাহ আমার পাশ থেকেই ডেকে নিয়ে গেছেন। আমাদেরও ডাক আসবে। তাই আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করার আগেই আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সফর অনেক লম্বা কিন্তু সে তুলনায় পাথেয় অত্যন্ত নগণ্য। তাই অবহেলা করে সময় নষ্ট না করে আসুন আল্লাহর পথে সকলে মিলে দৌড়াই, ফাফেররু ইলাল্লাহ- দৌড়াও আল্লাহর দিকে। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের দাবী ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ সম্মেলনের মাধ্যমে আমি সকলকে নতুন উদ্দীপনায় আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে শ্রমজীবী, অসহায় মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ ॥

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বাংলদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জিন্দাবাদ।

স্মৃতির আখরে প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার

মকবুল আহমদ

২৬ জুন দুপুরের দিকে আমি মুন্সীগঞ্জ সফরে ছিলাম। এ সময়ে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভাইয়ের মোবাইলে জানলাম চলন্ত ট্রেনে (চট্টগ্রামের কাছাকাছি) প্রিয়ভাই কবির আহমদ মজুমদার ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ..... রাজীউন)। জীবন মৃত্যুর ফায়সালা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের এখতিয়ারে। যার যখন মৃত্যু নির্ধারিত তখনই মৃত্যু হবে, এক মুহূর্ত আগেও না এক মুহূর্ত পরেও না। 'ইজা যা'আ আজালুহুম লা ইয়াস তাখিরুনা সা'আতা অলা ইয়াসতাক্বদিমুন' এটা আমরা জানি, চিরসত্য, তবুও যখন হঠাৎ শুনলাম তখনই চোখের পানি সংবরণ করতে পারলাম না। জিলা রুকন সম্মেলন চলছিল, সবাইকে দোয়া করতে বললাম। আমাদের এ প্রিয় ভাইটি এভাবে ইসলামী শ্রমিক আন্দোলনে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে মহা প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। মহান রাব্বুল আ'লামীনই জানেন এ শূন্যতা কখন পূরণ হবে। প্রফেসর মুজিবুর রহমান ভাইকে বললাম ঢাকায় কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিস, চট্টগ্রাম মহানগরী নেতৃবৃন্দ ও ফেনী জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

ঐ দিন রাত্রে চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াত অফিসে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের ইমামতিতে প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয় ভাই কবির আহমদ দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে ছাত্র শিবির ও জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন, তাই তার প্রচুর গুণগ্রাহী ও দ্বীনী ভাইয়ের সমাবেশ হয়েছে উক্ত জানাযায়। সবাই প্রাণভরে এ ভাইয়ের জন্য দোয়া করেছেন। পরদিন জুমাবার সকালে তার নিজ গ্রামে মনুরহাট মাদ্রাসা ময়দানে ২য় বার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ফেনী জিলা আমীর অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁঞা এ জানাযার নামাজে ইমামতি করেন।

ছাত্রজীবন থেকে কবির ভাই আমার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে বেশ সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি নিজ এলাকায়, চট্টগ্রামে শিবির ও জামায়াতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমার ফেনী জিলা দায়িত্ব, আমানতদারী যেভাবে তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। বিকেলে অফিস থেকে বিদায় হবার আগে সকল হিসাবপত্র, ক্যাশ এমনভাবে মিলিয়ে যেতেন যা তার যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সর্বোপরি তাকওয়ার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে প্রতীয়মান হয়। তিনি ছিলেন দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান। যে কোন কাজ দিয়ে নির্ভর করা যেত, যা আজ-কাল পাওয়া যেন কঠিন মনে হচ্ছে। কোন দায়িত্ব দেয়ার পর দেখা যায় কারো কারো মনে থাকে না, খেয়াল নেই, ব্যস্ততায় ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কবির ভাইয়ের এ সমস্যাগুলো দেখিনি। কারণ তিনি দায়িত্বকে আমানত মনে করতেন, পালনের জন্য সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকতেন।

সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারেও তিনি অনুকরণীয় ছিলেন। বৈঠক, প্রোগ্রাম কোন সময় তাকে লেইট হতে দেখিনি। অথচ নির্দিষ্ট সময় বৈঠকে, প্রোগ্রামে হাজির হওয়ার দায়িত্ব সচেতন লোকদের জন্য অপরিহার্য। আমি যদি ১০ মিনিট দেরীতে উপস্থিত হই, তা হলে বৈঠকে জড়িত অন্য ১০/১৫ জন এ হারে কত সময় অপেক্ষায় নষ্ট করতে হলো আমার গাফলতির জন্য, এটা মনে থাকে না আমাদের। এক সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিকে অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি প্রকাশের পালা আসতো। শিক্ষা শিবিরে কি পেলাম, নিজের শিবিরের অভিজ্ঞতা, ইসলামী আন্দোলনে কিভাবে শামিল হলাম এ অনুভূতি প্রকাশে অনেকেই কথা বলত। অনেকেই মন্তব্য করতেন, জামায়াতের জনসভা, প্রোগ্রাম, বৈঠকাদি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতো, এটা দেখেই আমাদের প্রত্যয় জন্মেছে এ সংগঠন সমাজ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে, তাই আমরা জামায়াতে শামিল হয়েছি।

আখেরাতে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি, খোদাভীতির কারণে মানুষের মধ্যে এ সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে। সাংগঠনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে তিনি ১৯৮১ সালে শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে দ্বীনী কাজ করার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শ্রমিক ময়দানে এগিয়ে আসেন। সাধারণ শিক্ষিত যুবক, অনেক সাংগঠনিক মানের লোকও এ ময়দানে আগ্রহ করে আসতে চায় না। হয়ত মানের লোক কম, শ্রমজীবী, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, হয়ত এ ময়দানে কষ্টকর মনে হয়। অথচ কবির ভাই খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ শ্রমিকদেরকেই কাছে পেতে চান। ইসলামের ভাষায়- 'আল কাসেবু হাবিবুল্লাহ' মেহনতি মানুষ, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে তারা আল্লাহর বন্ধু। কবির ভাই এ দলকেই কর্মক্ষেত্র হিসাবে শ্রমিক অঙ্গনকে বেছে নিয়েছিলেন হয়ত।

অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত এ মানুষগুলোকে এগিয়ে আনতেই তিনি তার হাত, তার দিল বাড়িয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তাকে এ খেদমতের উত্তম জাযা দিন।। তিনি শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কীয় আইন, বিধিমালা নিয়ে বেশ লেখাপড়া করেছেন। এ বিষয়ে তিনি ৪/৫টি বইও লিখেছেন। অসহায়, অভাবী খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করতে করতে নিজের অভাবের খবর বেশি যেন রাখতে পারেননি। তাই তিনি নিজ অভাব, অসুবিধার কথা প্রকাশ করতেন না। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী, তার পরিবার খুবই আর্থিক টানাপোড়নে চলছে, এ অবস্থায় নিজে কিভাবে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে খুবই আশ্চর্য মনে হয়। অফিসে যাদের সাথে তিনি কাজ করেছেন সবাই তার এ দরদী মনের জন্য, তার বিয়োগ ব্যাথা তীব্রভাবে অনুভব করেন। আল্লাহ তার জীবনের মানবিক ভুলত্রুটি মার্জনা করুন, নেক আমলগুলো কবুল করুন, উত্তম জাযা দিন, তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ছবরের তৌফিক দিন, সবাইকে যেন দ্বীনের পথে দ্বীনী আন্দোলনের পথে তার মত নিষ্ঠার সাথে চলতে পারেন সে তৌফিক দিন। আমীন॥

লেখক: নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের নামের তালিকা

সন	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৮-৭২	মরহুম ব্যারিস্টার কোরবান আলী	অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার
১৯৭৩-৭৮	এড. এ.বি.এম আনোয়ার হোসেন	অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান
১৯৭৯-৮০	এড. এ.বি.এম আনোয়ার হোসেন	এড: শেখ আনসার আলী
১৯৮০-৮২	মরহুম মোঃ নূরুল হক	মরহুম এড. হাতেম আলী তালুকদার
১৯৮২-৮৫	মরহুম মোঃ নূরুল হক	মরহুম শাহ আলম চৌধুরী
১৯৮৫-৮৬	মরহুম মোঃ নূরুল হক	এম. এ. গণী
১৯৮৭-৮৯	মরহুম মাস্টার মোঃ শফিকউল্লাহ (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান
১৯৯০-২০০১	এডভোকেট শেখ আনসার আলী (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান
২০০২-২০০৩	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান
২০০৩...	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

কবির ভাই চলে গেলেন

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

২৬ জুন '০৮ বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৪০ মিনিটে প্রভাতী ট্রেন যোগে চট্টগ্রাম মহানগরী শ্রমিক সমাবেশে যোগদান করার জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহসভাপতি বিশিষ্ট সিনিয়র শ্রমিক নেতা জনাব কবির আহমদ মজুমদার ভাইসহ সকাল ৭ টায় মগবাজার থেকে একটা সিএনজি যোগে কমলাপুর রেল স্টেশন রওয়ানা দিলাম। কবির ভাইয়ের কুমিল্লা-ফেনী অঞ্চলের ভাষায় পথ দিলাম। আমাদের টিকেট ছিল প্রভাতী গ-৩৬ ও ৩৭ নম্বর।

স্টেশনের প্লাটফরমে

স্টেশনে পৌছে কবির ভাই তার একটা হালকা ব্যাগ হাতে নিলেন আর আমার ব্রীফকেসটা আমি হাতে নিয়ে দু'জন মিলে স্টেশনের প্লাটফরমে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে তাকে আমি তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

১. কবির ভাই সকালে কি নাস্তা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন- হয় নাই। আমি বললাম ট্রেনে একটা খাবার গাড়ি থাকে, সেখান থেকে নাস্তার ব্যবস্থা করা যাবে।

২. কবির ভাই একটা ভুল হয়ে গেল, সাথে খাবার পানির একটা বোতল নেয়া যেত- তিনি বললেন, স্টেশনে পাওয়া যায় বলে জানতাম। তবে দীর্ঘদিন ট্রেনে চড়া হয়নি- প্রায় ৫ বছর পর ট্রেনে সফর করছি। আমি আবার বললাম আমি গত বছর আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মুম্বাই গিয়েছিলাম। সেখানে ট্রেনে চড়ে মুম্বাই শহরে যাতায়াত করেছি। উল্লেখ্য যে, আমার মরহুমা স্ত্রী ঢাকা মহানগরীর রোকন মগবাজার মহিলা ইউনিটের সভানেত্রী শরীফা বেগম ওভারীতে টিউমার হয়ে সেখানে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন- আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন। সেদিন মৃত্যুর তারিখ ছিল ২১ মার্চ ২০০৬।

কথা ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, স্টেশনে যেসব পানি বিক্রি হয় তা দুই নম্বর পানি বলে শুনেছিলাম- পত্র পত্রিকার খবরে জেনেছিলাম।

৩. কবির ভাই, 'গ' বগীতে যাবার জন্য একটু লম্বা পথ হাঁটতে হবে ইঞ্জিনের প্রায় কাছাকাছি, আপনি কি হাঁটতে কষ্ট পাচ্ছেন? হার্ট, কিডনী, ডায়াবেটিস কোন ধরনের রোগতো আপনার ছিল না। তিনি বললেন না, আল্লাহর রহমতে কোন অসুখ নেই, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রায় ৭/৮ টা বগী অতিক্রম করে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নির্ধারিত আসনে বসলাম। ট্রেন ছাড়ার তখনও ১৫ মিনিট বাকী। কবির ভাই পত্রিকার হকারকে ডেকে নয়া দিগন্ত পত্রিকা কিনলেন। দাম দেয়ার সময় নির্ধারিত দাম সাধারণত যা হয়, তাই দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেদিন বিশেষ সংখ্যা থাকায় কয়েক টাকা বেশি দিলেন। তিনি তার জীবনের শেষ পত্রিকা কিনলেন, পড়লেন- নয়া দিগন্ত। হ্যাঁ আর কোনদিন তাকে পত্রিকা কিনতে হবে না, পত্রিকা পড়তে হবে না। কবির ভাই পড় য়া এবং গবেষক মানুষ- দেখলাম ভেতরের পাতাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছেন। আমি শুধু প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা এবং মাঝের সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে পত্রিকা তাকে দিয়ে দিলাম। আমার সাথে একটা পাণ্ডুলিপি- 'আল কোরআনের উদাহরণমালা' (প্রকাশের অপেক্ষা) সাথে নিয়েছিলাম। সামনের সিটের আটকানো টেবিলটা বিছিয়ে দিলাম এবং বানান দেখতে লাগলাম। কবির ভাই পড়তে লাগলেন, আমি প্রুফ দেখতে থাকলাম। দুই ঘণ্টার ব্যবধানে প্রায় পৌনে দশটার দিকে ভৈরব স্টেশনের কাছাকাছি সময়ে খাবারের গাড়ীর বয় এসে নাস্তার জন্য বললে তিনি নাস্তা নিলেন কয়েক টুকরা পাউরুটি এবং মুরগীর ফ্রাই। একটা খেলেন, আমি যেহেতু নাস্তা করে গিয়েছিলাম তাই শুধু চা নিলাম। দু'জন মিলে চা খেলাম। মাঝে মধ্যেই খেয়াল করলাম তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করছেন। কমপক্ষে ১৫/২০ টা ফোন রিসিভ করলেন আর নিজে বোধ হয় ২/৩টা ফোন করলেন। যাদের সাথে কথা হয়েছে তারা হলেন চট্টগ্রামের আহসানুল্লাহ ভাই, শ্রম অধিদপ্তরের সাবেক এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর আশরাফ ভাই, কুমিল্লার দায়িত্বশীলসহ বেশ কিছু ভাই-এর সাথে।

কুমিল্লা রেল স্টেশনে

আমাদের সাথে চট্টগ্রাম সফর করার কথা ছিল বাংলাদেশ স্থলবন্দর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি কুমিল্লার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা জনাব মুজিবুর রহমান ভূঁইয়ার। বিশেষ কারণে যেতে না পারলেও কুমিল্লা অঞ্চলের সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক ভাইয়ের নেতৃত্বে মুজিবুর রহমান ভূইয়াসহ ৭/৮ জন শ্রমিক নেতা কুমিল্লা রেল স্টেশনে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তারা সাথে নিয়ে এসেছিলেন- ক. দু'বাটি খিচুড়ি (খ) দু'বাটি আম, (গ) দু'টি ডাব ও একটি বড় পানির বোতল। ইসলামী আন্দোলনের জন্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের এ ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। নিজের আপন ভাই হলেও এ ধরনের মহব্বত সাধারণত পাওয়া যায় না- যা পাওয়া যায় দ্বীনী আন্দোলনের কারণে। তাদেরকে এভাবে কুমিল্লায় রিসিভ ও সি অফ করতে দেখে দু'জনের প্রাণটা আনন্দে ভরে ওঠে, আল্লাহর প্রশংসা করলাম। কবির ভাইকে বললাম, কবির ভাই আপনি নাস্তা করেননি। আল্লাহ তা'আলা এভাবে রাজকীয় নাস্তার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনিও আলহামদুলিল্লাহ পড়লেন।

জীবনের শেষ খাওয়া

ট্রেন ছাড়ার ও তাদেরকে বিদায় দেয়ার কিছু সময় পর আমি তাকে বললাম, আপনি নাস্তা করে নিন। তিনি খেতে ভাল লাগছে না বললেন- এর আগে একটা পাউরুটির কিছু অংশ মুরগীর ফ্রাই দিয়ে খেয়েছিলেন। আমি একটু জোর দিয়ে খেতে বললাম, শেষে তিনি ডাবের পানি খেলেন। ডাবের ভিতরে নারিকেলের কিছু অংশ মোটা হয়েছিল। ডাব কিছু অংশ কাটা থাকলেও তার স্তরটা মোটা হওয়ায় চাবি দিয়ে ফুটা করলেন এবং পাইপ দিয়ে ডাবের পানি পান করলেন। এটাই তার জীবনের শেষ ডাব খাওয়া। এরপর আমি তাকে বললাম, আমার তো সুগার প্রবলেন। আপনার সমস্যা নেই, বাটির আমটুকু খেয়ে ফেলেন- আল্লাহর মেহেরবানী তিনি কথা রাখলেন ও বাটি ভর্তি আমগুলো খেলেন। আম খাওয়াই তার জীবনের শেষ খাওয়া। একটু পানি মুখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর টয়লেটে গেলেন। আমি প্রুফ দেখার কাজ করছি- তিনি পত্রিকা পড়া ও মোবাইল ফোনে কথা বলার কাজ করছিলেন।

নামাজের ব্যাপারে সচেতনতা

যোহরের নামাজের জন্য তিনি বললেন। আমি বললাম আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম পৌছলে যোহর আর আসর একসাথে পড়ে নিব ইনশাআল্লাহ। জমা বাইনা সালাতাইন হবে। আনুমানিক আড়াইটার দিকে তিনি একটু অস্বস্তি অনুভব করেন, জুতা খোলার চেষ্টা করেন (পার্শ্ববর্তী একজন যাত্রী খেয়াল করেছিলেন)।

সীটে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন

এক সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি দেখলাম তিনি কিছু বলতে চান। তার অবস্থা দেখেই সীট থেকে উঠে বললাম আপনি জানালার ধারে বসেন। খারাপ লাগলে সীটে শুয়ে পড়েন। তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, আমার মোবাইল ফোন ও চশমাটা ধরেন। আমি বললাম কবির ভাই, ওটা পকেটে রাখেন। তিনি একটু জোর দিয়েই বললেন, 'ধরেন'। আমি ধরলাম- তার দিকে চেয়ে দেখলাম জানালার পাশে যে সীটে বসেছিলাম যা একটু পেছন দিকে বাঁকা করা ছিল- তাতে তিনি পিঠ হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি হাতটা তাড়াতাড়ি নাকের কাছে নিলাম- শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন আলামত টের পেলাম না। আমি তার কপালে হাত দিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে- ভাবলাম এসি চলছে তার কারণেও হতে পারে। কিছু লোক উঠে এসে এসিগুলোর ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন। কয়েকজন লোক এগিয়ে আসল। আমরা ধরাধরি করে তাকে ট্রেনের প্যাসেজের রাস্তাটুকুতে শুইয়ে দিলাম। একজন এ্যাটেন্ডেন্ট তার বালিশ এনে দিল। আমি গাড়ির গার্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম- ১. আপনাদের কোন First aid Box নেই, ২. কোন প্রেসার মাপা যন্ত্র নেই, ৩. ট্যাবলেট ক্যাপসুল কিছুই নেই! এবং ৪. ট্রেনে কোন ডাক্তার আছে কিনা? সবগুলোর উত্তর পেলাম নেই।

যাত্রীসেবার জন্য First aid-এর ব্যবস্থা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, থাকলে রেল সার্ভিসের মান বেড়ে যাবে। আমি পার্শ্ববর্তী যাত্রীদের মধ্যে কোন ডাক্তার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনজন ডাক্তার দ্রুত এসে একজন হাত ধরে পালস্ পরীক্ষা করল, একজন চোখ দেখল, একজন আমার কাছ থেকে কলম নিয়ে কবির ভাইয়ের পায়ের তালুতে

ঘর্ষণ দিয়ে চেতনা দেখার চেষ্টা করল- সবাই নীরব- কেউ কথা বলছেন না- অর্থ সব শেষ কবির ভাই আর এই জগতে নেই। একজন ডাক্তার আমাকে কানে কানে বললেন Severe and dangerous Cardiac attack হয়েছে। পার্শ্ববর্তী কোন হাসপাতালে দ্রুত নেয়া যায় কিনা দেখেন। ট্রেন চলছে ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে। ইতিমধ্যে অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য পরামর্শ দিতে থাকলেন। আমি ফোনে ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি আহসানউল্লাহ ভাইকে বললাম, পাহাড়তলী রেল ক্রসিংয়ে গার্ড গাড়ি থামাতে চাচ্ছে যদি আপনারা এম্বুলেন্স নিয়ে আসতে পারেন। তিনি বললেন, চট্টগ্রাম স্টেশনে আমরা লোকজনসহ এম্বুলেন্স নিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা চলে আসেন। গার্ড ড্রাইভারের সাথে মোবাইল ফোনে আলাপ করে একটু জোর গতিতে ট্রেন চালাতে বললেন, একজন যাত্রী স্ট্রোক করেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে স্টেশনে পৌছলাম।

রিসিভ করলেন কবির ভাইয়ের লাশ

স্টেশনে আমাদের ভায়েরা রিসিভ করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু জীবিত কবির ভাইকে রিসিভ করতে পারেননি, রিসিভ করেছেন তার লাশ। ধরাধরি করে কবির ভাইকে এম্বুলেন্সে উঠালেন এবং National Hospital-এ নিয়ে আসলেন। কর্তব্যরত ডাক্তার দেখার পরে বললেন, বেশ কিছু আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন- ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর একবার পড়লাম ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহুম্মাগফের লাহু অরহামহু অফেহি অফে আনহু অকরেম নুজুলাহু অ-অসসে মুদখালাহু অগসেলহু বিলমায়ে অসসালজে অলবারদে, অনাক্কেহি মিনাল খাতাইয়া কামাইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ্দানাসে অবদেলহু দারান খায়রাম মিন দারেহি ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলেহি, অজাওয়াজা খাইরাম মিন জাওজেহি, অদখেলহুল জান্নাতা অয়েজহু মিনআজাবিল কাবরে অ আজাবিন নার।

"হে আল্লাহ তুমি তাকে (কবির ভাইকে) মাফ করে দাও, তাকে রহম করো, তাকে নিরাপত্তা দাও, তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তার গোনাহসমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গোনাহগুলোকে ঐভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ি দান কর, তাকে তার আহলের চেয়ে উত্তম আহল দান করো, তাকে তার সংগীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। আমীন॥

National Hospital-এ দায়িত্বশীলদের নিয়ে জরুরী পরামর্শ

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর শামসুল ইসলামসহ মহানগরীর দায়িত্বশীলদের নিয়ে জরুরীভাবে ডাক্তারদের রুমে বসে পরামর্শ করলাম-

১. লাশকে ধোয়া ও কাফন পরানোর কাজ হবে BIA-(চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াত কার্যালয়)তে হবে।
২. যেহেতু ইসলামী আন্দোলনে কবীর ভাই জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ চট্টগ্রামে কাটিয়েছেন, তার ভক্ত অনুরক্ত এবং শ্রমিক নেতাকর্মী এখানেই বেশি, তাই চট্টগ্রামেই প্রথম জানাজার নামাজ হবে সাড়ে সাতটায় এবং কেন্দ্রীয় সভাপতিই জানাজা পড়াবেন।
৩. সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করা হল- যারা এসে গেছেন তারা তার জানাজায় শরীক হবেন। কবির ভাইকে এখন আর কেউ কবির ভাই বলে ডাকছে না। এখন কবির ভাইকে বলা হচ্ছে লাশ। হ্যাঁ আমাদের প্রকৃত পরিচয় লাশ, একদিন সবাই আমরা লাশ হয়ে যাব। লাশ হয়েই আমরা মহান মনিব আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরে যাব।

প্রথম জানাজার নামাজ

সবাই সাড়ে ৭টায় BIA-নীচ তলায় লাশের কাছে আসলেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি আহসানুল্লাহ ভাই মাইক্রোফোনে সবাইকে কাতারবন্দী হতে বললেন। একটা ছোট আলোচনা অনুষ্ঠান হল। কথা বললেন মরহুমের দীর্ঘদিনের সাথী, আর একজন সিনিয়র শ্রমিক নেতা শ্রমিক কল্যাণ

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব এম এ তাহের, তিনিও অসুস্থ। তার জীবনের ২/১টি ঘটনা বলেই তিনি তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করলেন। এরপর মহানগরী আমীর শামসুল ইসলাম ভাই বক্তব্য শুরু করলেন-

ক. কবির ভাই ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার মনুরহাট মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, পরে ফেনী শহরের আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাস করেন। তিনি শিবিরের সদস্য ছিলেন, চট্টগ্রাম থানা ও শহরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের সূত্রাপুর এবং কোতোয়ালী থানারও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন ভাল সংগঠকও ছিলেন।

খ. তিনি জামায়াতের রোকন ছিলেন। তার জীবনের টার্গেট ছিল দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ঢাকায় প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

গ. পরিবারকে গ্রামে রেখেই শহরে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন, আর্থিক সমস্যাকে হাসিমুখে বরণ করে, সবরের পাহাড় গড়েছিলেন। আল্লাহ তার ত্যাগ ও কুরবানীকে কবুল করুন। শেষে আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য বলা হয়। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পেশ করে কথা শুরু করলাম। কথা যেন বের হতে চাচ্ছে না। একই সাথে পাশাপাশি সীটে বসে আসছিলাম। তিনি নীরবে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহীল কারীম।

সম্মানিত মুসল্লী ভাইসব, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা জনাব কবির আহমদ মজুমদার ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম আসার পথে ইন্তিকাল করেছেন- ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেছেন, "ইজা যাআ আজালুহুম লা ইয়াসতাখেরুনা সাওআতাও অলা ইয়াসতকদেমুন।" যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন তার এক মুহূর্ত আগেও হয় না, এক মুহূর্ত পরেও হয় না।

চট্টগ্রাম মহানগরী ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'টি প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি আসছিলেন, আসছিলেন সংগঠনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। তিনি ফি সাবিলিল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর পথে ইন্তিকাল করেছেন। যার মৃত্যু আল্লাহর পথে হয় তিনি শহীদ। আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। কবির ভাই-এর মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সফরে, আর সফরে মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু। এছাড়া তিনি একটি দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনা রাখা ও পরের দিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখার জন্য সাংগঠনিক প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। সংগঠনের এ কাজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অংশ। তাই তার মৃত্যু হয়েছে ফিসাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে। তাই আশা করা যায় তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করুন। আমীন॥

১. কবির ভাই একজন বড় মাপের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সংগঠনের ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, লেখাপড়া, শ্রমিকদের সাথে মেলামিশা ইত্যাদি গুণের কোন তুলনা হয় না। তার ইন্তেকালে সংগঠন একজন বড় নেতাকে হারালো। এ অভাব আল্লাহ পূরণ করুন।

২. জীবনের দীর্ঘসময় তিনি নীরবে কাজ করেছেন। দুঃখ, ব্যথা, সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট কোন কিছুর কাছে তিনি মাথা নত করেননি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনকারী কবির ভাই একজন মাটির মানুষ, নির্লোভ, নিরহংকার, বিনয়ী, সৎ ও আমানতদার ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তার ভাল আমলগুলো কবুল করুন এবং মানুষ হিসাবে কৃত ভুলত্রুটি মাফ করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন- আমীন॥

৩. কবির ভাই তিন ছেলে এক মেয়ে, স্ত্রীসহ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। দারিদ্রতার ছাপ ছিল তার চতুর্দিকে। তিনি সবকিছু হাসিমুখে বরণ করেছেন। লেখাপড়া করেছেন ফাজেল এবং বিএ পর্যন্ত- প্রায় ত্রিশ বছর ধরে

কুরআন ও হাদীস এবং শ্রমিক সংক্রান্ত বই পুস্তক, আই.এল.ও কনভেনশান ইত্যাদি ভালভাবে পড়েছেন। শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর বই পুস্তক লিখে গেছেন- আল্লাহ তায়ালা এগুলো তার সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন-আমীন॥

৪. কবির ভাইএর রেখে যাওয়া ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছানোর জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে- কাজের মাধ্যমে তার জন্য দোয়া করতে হবে।

আল্লাহুম্মাগফের লাহু অরহামহু.... অদখেলহুল জান্নাতা অয়েজহু মিনআজাবিল কাবরে অ আজাবিন নার।

"হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, তাকে রহম করো... তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আজাব ও জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো- আমীন॥

বক্তব্য শেষে জানাজা শুরু হয়। জানাজার পরে কবির ভাইকে এক নজর দেখার জন্য শতশত কর্মী লাইন দিয়ে দেখতে আসেন। রাত সাড়ে আটটায় ফেনীর ছাগলনাইয়ায় তার দেশের বাড়ীতে রওয়ানা হয়। গভীর রাত্রিতে আল্লাহর আর এক নিবেদিত অসুস্থ বান্দাহ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজজাহের কান্নাজড়িত কণ্ঠে টেলিফোন করে তার খুবই কাছের ও আদরের ভাই কবির ভাইয়ের খবর নিয়ে অনেক সময় ধরে দোয়া করলেন।

ফেনীর পথে লাশ

রাত ১২ টায় কবির ভায়ের লাশ গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ায় পৌছে। শ্রমিক নেতা সেলিম পাটোয়ারী ভাই মোবাইলে লাশ পৌছে যাবার খবর আমাকে জানালেন। ফজর নামাজ জামায়াতে আদায় করে চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম ভাই, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহসানুল্লাহসহ একটি কারযোগে ছাগল নাইয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গাড়ির মধ্যে শামসুল ইসলাম ভাই তার অতীত জীবনে সংগঠনে অবদান বর্ণনা করতে লাগলেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানা পর্যায়ে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত অমায়িক শান্তশিষ্ট, ভদ্র, ধৈর্যশীল, সদা হাস্যমুখ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী এ ভাইটিকে হারিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় কথাগুলো একনাগাড়ে বলে চলছিলেন, তার কথা শেষ হবার পর অধ্যাপক আহসানুল্লাহ ভাই কিছু তথ্য পরিবেশন করলেন, যেগুলো মরহুমের জীবনের শেষ কাজ ও কথোপকথন সংক্রান্ত খুব সম্ভব জীবনের সর্বশেষ মোবাইলে মরহুম কথা বলেছেন আহসানুল্লাহ ভাই এর সাথে। এরপর তিনি আর মোবাইলে কথা বলেননি। সামান্য কিছু সময় পরে তিনি তার চশমা ও মোবাইল দুটোই আমাকে ধরতে বললেন, "রাখেন", এরপরই সব শেষ।

দ্বিতীয় জানাজা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সহসভাপতি, প্রবীণ শ্রমিক নেতা কবি আহমদ মজুমদারের দ্বিতীয় জানাজা শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় নিজ বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার মনুরহাট মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠে সম্পন্ন হয়। মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত মরহুমের দ্বিতীয় নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ফেনী জেলা আমীর অধ্যক্ষ মোঃ লিয়াকত আলী ভূঁইয়া। জানাজা পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মরহুমের কর্মজীবনের উপর বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমীর ও ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ উল্যাহ, জামায়াত ফেনী জেলা সেক্রেটারী আবু ইউসুফ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগ সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক, জোট নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্থানীয় বিএনপি নেতা হাসান মাহমুদ এবং স্থানীয় ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মাওলানা আনোয়ারুল হক, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাবেক সাধারণ সম্পাদ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ফেডারেশনের বায়তুমাল

সেক্রেটারী আবুল হাসেম ও ইসলাম ছাত্র শিবির ফেনী জেলা সাবেক সভাপতি দিদারুল আলম। বক্তাগণ মরহুমের সহজ সরল জীবন যাপন ও আন্দোলনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কথা উল্লেখ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন। মরহুমের নামাজের জানাজায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা সহ পার্শ্ববর্তী জেলার ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দসহ কয়েক হাজার মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন। জানাজার পর কবির ভাইকে তার মাতা পিতার পাশে পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়।

তথ্যাবলী

১. কবির আহমদ মজুমদার ভাই ১৩ জুন ২০০৮ শুক্রবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বৈঠকে তিনি সূরা কাছাছ এর প্রথম রুকু থেকে দরসে কুরআন পেশ করেন। খুব সম্ভব এটাই তার শেষ দরসে কুরআন।

২. কবির ভাইকে চট্টগ্রাম মহানগরী ও বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের দাওয়াত দেন আহসানুল্লাহ ভাই। সম্প্রতি পায়ে কিছু সমস্যা হবার জন্য তিনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়তেন এবং সফরে যেতেন না। কিন্তু আহসানুল্লাহ ভাই তাকে আমার সাথে বিশেষ মেহমান হিসেবে সম্মেলনে দাওয়াত দিলে তিনি খুব সহজে এবং সন্তুষ্টচিত্তেই তা কবুল করেন। (মৃত্যুর স্থানে যাবার কারণেও এটা হতে পারে। পরে বুঝলাম "কেউ জানেনা কোথায় তার মরন হবে" কুরআন। "মৃত্যুর স্থানে যাবার জরুরত সৃষ্টি করে দেয়া হয়" হাদীস)

৩. শ্রমিক কল্যাণ অফিসের তৃতীয় তলায় টিনসেডের একটি কক্ষে তিনি থাকতেন। টিনসেডের কারণে সেখানে খুব গরম কষ্টকর। পাশেই ছাত্রদের সংস্কৃতি বিষয়ক অফিস, প্রায় ২৪ ঘণ্টা রাস্তার পাশের বিভিন্ন আওয়াজ শব্দ উপরন্ত ছেলেদের গানের শব্দ এরকম প্রতিকুল পরিবেশে অত্যন্ত কষ্ট করে দিন গুজরান করতেন। সেদিন আহসানুল্লাহ ভাই তার কক্ষে গিয়ে বিশ্রামের খোঁজ নিচ্ছিলেন। রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা জনাব আবুল কালাম আজাদ ভাই তার বেডে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর কবির ভাই তার বেডটি তার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিচে ফ্লোরে বসে বসে তার সাথে কথা বলছিলেন।

৪. কবির ভাই ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা ও আইন কানুন এত বেশী মনে রাখতেন ও জানতেন যে, সারা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের তিনি মাঝে মাঝেই এ সম্পর্কে অবহিত করতেন। কখনও সামনাসামনি বসে, কখনো মোবাইল ফোনে, কখনো চিঠি দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগের কেন্দ্রীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন।

৫. অফিসে তার দীর্ঘদিনের সাথী আলাউদ্দীন ভাই জানালেন ভাত-রুটি ইত্যাদি খাবার ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না। খাবার যা রান্না হত তাই খেতেন। মেসে খাবারের হিসাবের ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করতেন না, যা বিল আসত তাই নিঃসংকোচে দিয়ে দিতেন, সর্বশেষ নিচের আমিন ভাইয়ের দোকানের পাওনা ত্রিশ টাকা সফরে যাবার আগের দিন সেটাও পরিশোধ করে গিয়েছেন। রাতের বেলায়ও তিনি শ্রমিক নেতৃবৃন্দের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলতেন।

৬. কবির ভাই ছিলেন একজন পাঠক ও গবেষক, দীর্ঘ সময় ধরে লেখাপড়া করতে পারতেন, দুপুর বেলায়ও দেখতাম বিশ্রাম বাদ দিয়ে হয় লিখছেন, নয় পড়ছেন, নয় কোন শ্রমিক দায়িত্বশীলের সাথে কথা বলছেন। তিনি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অভিভাবক। অফিসে অন্য কোন দায়িত্বশীল না পাওয়া গেলেও কবির ভাইকে পাওয়া যেত। কবির ভাই লেখক ছিলেন। বেশ কয়েকটি বই তিনি লিখে গেছেন। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের উপর তার লিখা বই উল্লেখযোগ্য। তার লিখিত বইগুলো- ১. ইসলামী শ্রমনীতির মূলকথা, ২. ইসলামী শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন, ৩. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন, ৪. ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি।

৭. কবির ভাই শ্রমিকদের সাথে মিশতে পারতেন। মানবিহীন শ্রমিক নেতাদের মানে আনার জন্য খুবই চেষ্টা করতেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পেশাজীবী শ্রমিকদের মাঝে কাজ করার জন্য মতিঝিল শিল্প এলাকার কাছে পল্টনে একটি অফিস নেয়া হয়েছে। এখানে তিনি সকাল বেলা অন্যান্য শ্রমিক নেতাদের সাথে বসতেন। তার চেষ্টায় শ্রম অধিদপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর আশরাফুল হক ও শ্রমিক নেতা হেদায়েতুল ইসলাম ভাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসেন। তাদেরকে নামাজের দাওয়াত ও কুরআন হাদীস অধ্যয়নের দাওয়াত দীর্ঘদিন দেয়ার ফলে এখন তারা এপথে অগ্রসরমান, আল্লাহ তাদের কবুল করুন ও কবির ভাইয়ের দাওয়াতী কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহ তাকে উভয় জগতে দান করুন আমীন॥ কবির ভাই হাসিমুখে কথা বলতেন যা হল একটি সাদকা। তিনি পান একটু বেশি খেতেন। পানের বোটা হাতে অনেকের সাথেই তিনি হাসিমুখে আলাপ করতেন। পানের মহব্বতে জীবনে অনেক নাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন।

৮. কবির ভাই অফিসের পিওন, ড্রাইভার, স্টাফ সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। কারো সাথে তার কোন রেষারেষি ছিল না। সকলের সাথেই ছিল তার সুসম্পর্ক। সকলকে আপন করে নেয়ার একটা গুণ তার মাঝে ছিল। অফিসের পিওন মাসুদকে নিজ সন্তানের মত করে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য আরবী পড়াতেন। মাসুদের আরবী অক্ষর পড়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে কালেমা তাইয়্যেবা.... পড়ার পর সূরা ফাতিহা ধরতে পারতো। কিন্তু তা আর হল না। মাসুদ এখন কুরআন (আরবী) পড়ার জন্য কবির ভাইকে আর কোনদিন পাবে না, কুরআন পড়ার জন্য কবির ভাইয়ের ডাক আর আসবে না।

৯. কবির ভাই দায়িত্ব পালনে ছিলেন নিষ্ঠাবান। যখন যে দায়িত্ব দেয়া হত তখন সে দায়িত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতেন। ইংরেজি ভাষায়ও তার দখল ছিল। মৃত্যুর ১০/১৫ দিন আগের লিখা Introduction to BSKF বইটির বাংলা অনুবাদ করার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। মৃত্যুর ২/৩ ঘণ্টা আগে তার ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপি বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কাজটা শেষ করতে পেরেছি- আলহামদুলিল্লাহ। আমি তার সেই বাংলা তরজমার পাণ্ডুলিপিটি ব্রীফকেসে রেখেছিলাম, এটা প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অফিসের আবুল হাসেম, আব্দুল লতিফ, আলাউদ্দিন, আব্দুল হাই, আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন ও মাসুদ সকলেই তাকে শ্রদ্ধা সহ ভালবাসত এবং তিনিও সকলকে সম্মান এমনকি বয়সে ছোট হলেও আপনি বলে সম্বোধন করতেন। এ দুর্লভ গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে হারিয়ে সকলেই শূন্যতা অনুভব করছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দিন এবং আমাদেরকেও আমাদের গোনাহ মাফ করে ও রহমত যোগ করে একই সাথে জান্নাতে তার সাথে মিলিত হবার তৌফিক দিন। আমীন॥

লেখক : সাবেক এমপি ও কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

ইসলামী জিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি কবির ভাই

মুঃ আমিনুল ইসলাম

আমি ১৯৭৬ সালে খুলনা থেকে ঢাকা এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য পুরানো ঢাকার নীমতলা এলাকায় থাকতাম। সে সময় আমার সাথে পরিচয় হয় জনাব কবির আহমদ মজুমদার ভাইয়ের। তিনি ছোট একটা টিনের চালা বিশিষ্ট ঘরে থাকতেন। তখন জানলাম চট্টগ্রাম থেকে তিনি এসেছেন এবং রিকশা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছেন। অত্যন্ত সরল সাদাসিদে জীবন যাপনে অভ্যস্থ এবং অল্পে তুষ্ট ছিলেন এই ব্যক্তি।

দীর্ঘদিন পর ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনের পর তার সাথে মিশার সুযোগ হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিসে তিনি সকাল-সন্ধ্যা প্রচুর সময় দিতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যারা আসতেন তাদের সাথে কথা বলা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া তার নিত্যদিনের রুটিন ছিল। তার সেই চেয়ার বর্তমানে শূন্য হয়ে আছে।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহ তদারকীর দায়িত্ব পাবার পর তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। ১০৭ টি ট্রেড ইউনিয়ন এগুলোর কোন্‌টির কি অবস্থা তা তিনি জানতেন এবং দায়িত্বশীলদের জানাতেন। ইউনিয়ন সমূহের রিটার্ন জমা দেয়া সহ সবকিছু তিনি তদারক করতেন। নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন (রেজি: এর দায়িত্ব তিনি পালন করতেন।) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিভিন্ন প্রকৃতির লোকজন এ ব্যাপারে কবির ভাইর পরামর্শ নিতেন।

আল-কোরআনের উপর ছিল তার যথেষ্ট দখল। সময় ব্যয়ের মধ্যে একটা সময় তার ছিল, যে সময় তিনি কোরআন চর্চা করতেন। কোরআনের আলোচনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণেও তিনি ছিলেন দক্ষ। তিনি মানুষকে সবসময় আল্লাহর পথে ডাকতেন। আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের দাওয়াত দিতেন। দাওয়াত দিতেন সৎভাবে জীবন যাপন করার। "তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক হেকমত ও উত্তম কথা দ্বারা।" আল্লাহর এই নির্দেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন তিনি তার জীবনে করেছেন। যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "তার কথার চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে ও সৎ আমল করে।" আল্লাহর এই আয়াতের বাস্তব প্রতীক ছিলেন আমাদের কবির ভাই।

এমন সাদাসিদে জীবন যাপন, অল্পে তুষ্ট ইসলামী আন্দোলনে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মত মানুষ বর্তমানে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। দোয়া করি আমরাও যারা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করতে চাই তারা সবাই যেন এভাবে সাদাসিদে জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি-

"হে আল্লাহ, তুমি আমাদের ভাইকে মাফ করে দাও, তাকে রহম করো। তাকে নিরাপত্তা দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে তুমি সম্মানিত মেহমান হিসাবে কবুল কর, তার গুনাহসমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গুনাহসমূহকে এভাবে পরিষ্কার দরে দাও, যে ভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার বাড়ির চেয়ে উত্তর বাড়ি দান কর, তাকে তার আহলের চেয়ে উত্তর আহল দান কর, তাকে তার সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সংগী দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।" আমীন॥

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

প্রিয় সাথী কবির আহমদ মজুমদার ভাই স্মরণে

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

১৯৭৮ সনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন থেকে ছুটি নিয়ে সৌদী আরবে চলে যাই। তখন সভাপতি ছিলেন এড. আনোয়ার হোসেন এবং আমি ছিলাম সেক্রেটারী। আমি সৌদি আরবে সৌদি এয়ার লাইনে চাকুরিতে যোগদান করি। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ছুটিতে এসে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজকর্মের খবর নিতে অফিসে আসলে কবির আহমদ ভাইর সাথে আমার প্রথম মোলাকাত। তার সাথে পরিচয় হয় যে, তিনি ঢাকা বিভাগের সভাপতি। প্রথম বৈঠকেই তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমি ফেডারেশনের সেক্রেটারী ছিলাম জেনে খুবই খুশী হলেন এবং আমাকে খুবই আপন করে নিয়ে বললেন, হারুন ভাই আমরাতো আপনার গড়ে তোলা সংগঠনকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমি বললাম, আমি ক্ষুদ্র মানুষ। আপনাদের কি সহযোগিতা করতে পারি? তিনি আপন ভেবে সরাসরি বলে ফেললেন যে, একটি মটর সাইকেল হলে কাজের অগ্রগতি বেড়ে যাবে। পরিবহনের অভাবে কাজে বিঘ্ন ঘটছে। কবির ভাইর গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আমার মাথায় রেখে চেষ্টা করেছি। ১৯৮৪ সালে ছুটিতে এসে কবির ভাইকে নিয়ে বংশালে গিয়ে একটি মটর সাইকেল খরিদ করে দিলাম। কবির ভাই খুবই খুশী হয়ে আমাকে মন ভরে দোয়া করেছিলেন। আমি সৌদি আরব থেকে দেশে এলেই ফেডারেশন অফিসে আসতাম। কারণ ছাত্রজীবন থেকে ফেডারেশনের সাথে জড়িত ছিলাম। তাই প্রবাসে থেকেও শ্রমজীবী মানুষ ও ফেডারেশনকে ভুলতে পারিনি এবং এখনও ভুলে যেতে পারিনি। যখনই বিদেশ থেকে আসতাম সে সময়ের সম্মানিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলতেন, শ্রমিকদের মধ্যে কাজের জন্য তোমার প্রয়োজন। তুমি দেশে আস এবং এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে দেশে চলে আসি। ঐ বৎসর বার্ষিক সম্মেলনে সেক্রেটারির দায়িত্ব আমার উপর আসে এবং সভাপতির দায়িত্ব আসে মরহুম মাস্টার শফিক উল্লাহর ওপর। তখন থেকেই কবির ভাইয়ের সাথে পাশাপাশি বসি, কথা বলি, সাংগঠনিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করি, খাওয়া-দাওয়া করি। কবির ভাই বাড়ি থেকে আসলে বাড়ির হালচাল নিয়ে কথা বলতেন ও সুখ-দুঃখের কথাও বলতে ভুলতেন না। তিনি ছিলেন একজন নেতা কিন্তু নেতৃত্বের প্রদর্শনী তিনি কোনদিন দেখাননি। তার চলাফিরা ছিল একেবারে সাধারণ মানুষের মত। তার পোশাকও ছিল খুবই স্বাভাবিক। তার পোশাক, খাওয়া দাওয়ায় দারিদ্রতার ছাপ ছিল। তিনি শ্রমজীবী মানুষের মত চলতেই ভালবাসতেন। তিনি নেতা নয় নীরব কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন লোক আসলে কবির ভাইকে অফিসে দেখতে পেতেন। অফিসে বসে লেখতেন অথবা কোন বই পড়তেন। তার পরিবার গ্রামে থাকতেন তাই তিনি অফিসেই সবসময় কাটাতেন এবং সবাইকে মধুর আচার দ্বারা স্বাগত জানিয়ে নিজের পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়ে তার এলাকার কাজকর্মের ও অগ্রগতির খোঁজখবর নিতেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজের গুরুত্ব বুঝাতেন।

তিনি সারা জীবনভর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীল হিসেবে আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। ছাত্রজীবনে চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পরে ঢাকায় এসে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি কায়েম ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমজীবী মানুষের মধ্য হতে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী তৈয়ার করার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ইসলামী আন্দোলনকে সফল করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। একাজে তিনি এত আন্তরিক ছিলেন মহান আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের সফরেই তার জান গ্রহণ করেছেন।

কবির ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে নিজের চোখের পানি সামলাতে পারিনি। নিজেও অসুস্থ ছিলাম। তারপরও জ্বর নিয়ে রওয়ানা করলাম ইসলামী আন্দোলনের সাথীকে একটিবার দেখার জন্য। জানাজার পূর্বেই বাড়িতে পৌছে গেলাম শ্রমিক কল্যাণের ভাইদের সাথে। গিয়ে দেখি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্সে কবির ভাইয়ের লাশ চট্টগ্রাম থেকে পৌছে গেছে। তাকে দেখে মনে হলো সারা জীবনের মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটে লেগে আছে। লাশ দেখে মনে হচ্ছিল হাসছে।

তার গ্রামটির নাম পশ্চিমদেবপুর। ডাকঘর আমজাদ হাট, উপজেলা ছাগলনাইয়া। তার গ্রামটি খুবই উন্নতমানের একটি আদর্শ গ্রাম। গ্রামে একটি বাজার, বাজারে রয়েছে একটি স্কুল ও কলেজ। তিনি এলাকার সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন পারিবারিক কবরস্থানে যা পাকা রাস্তার পাশে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে পাকা রাস্তায় গাড়ি চলে যায় কবির ভাইয়ের বাড়িতে। তিনি স্ত্রীসহ তিন ছেলে ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

১৬ বছরের জীবনে আমার সাথীর মধ্যে আমি যা পেয়েছি তা হল ঃ

১. আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছেন।

২. সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

৩. প্রায়ই আর্থিক অভাব অনটনে থাকতেন কিন্তু তার অভাবের কথা কাউকে বলতেন না।

৪. সাথীদের সাথে খুবই নরম আচরণ করতেন এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন।

৫. সারাটি জীবনই ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনের মধ্যে কাটিয়েছেন।

৬. তিনি নিরবে কাজ করা পছন্দ করতেন।

৭. নেতৃত্বের প্রদর্শনী তার মধ্যে ছিল না, একজন সাধারণ মানুষের মত চলতেন।

৮. তিনি কথা বলতেন ছোট করে এবং কম কথা বলতেন। কিন্তু তার কথা ছিল যৌক্তিক।

৯. হিংসা বিদ্বেষ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হত না।

১০. গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন এবং তিনি শ্রম আইনেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

১১. বাংলা ভাষার ওপর ডিগ্রী ছিলনা কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যে কোন লোকের ভুল তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। শ্রমিক কল্যাণের কোন ম্যাগাজিন তার পর্যবেক্ষণ ব্যতিত প্রকাশিত হত না।

১২. পরিবারের প্রতি সাধ্যের অতিরিক্ত চিন্তা করতেন না।

১৩. ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সকল কাজের উপর প্রাধান্য দিতেন।

১৪. আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ছিল তার প্রধান পুঁজি।

১৫. তার বিশ্বাস ছিল ইসলামী আন্দোলন যে যতো কষ্ট করে করবে মহান আল্লাহর নিকট তার প্রাপ্য তত বেশি হবে।

আমি মনে করি কবির ভাই আমাদের মাঝে বড় মাপের নেতা ছিলেন। মহান আল্লাহর দরবারে তিনি চলে গেছেন। আশা করি ইসলামী আন্দোলনের শ্রমজীবী ভাইয়েরা তার জন্য মন খুলে দোয়া করবে।

লেখক : সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

সবার কাছেই প্রিয় কবির আহমদ মজুমদার

অধ্যাপক আহছানুল্লাহ

কবির আহমদ মজুমদার গত ২৬ জুন ২০০৮ ইং বিকেল ২.৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসার পথে সফরে সীতাকুণ্ডের কাছাকাছি স্থানে ট্রেনে হার্ট স্ট্রোক করেন। এরপর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। আল্লাহ তাঁকে মকবুল বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তার সকল নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। জান্নাতে আ'লা দরজা দান করুন। তার মৃত্যুর ঘটনাই তার নেককার হওয়ার আলামত বহন করে। কবির মজুমদার ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রামে ছাত্রজীবনের শেষ দিকে তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য হন। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানা ও ডবলমুরিং থানায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কলেজ থেকে ডিগ্রীপাস করেন। এরপর বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর রুকন পদ লাভ করেন। আশি'র দশকের শেষের দিকে তিনি ঢাকা চলে যান এবং শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দীর্ঘ সাংগঠনিক দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করার মাধ্যমে তিনি কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রমিক কল্যাণের চট্টগ্রাম মহানগরীর একটি সাংগঠনিক প্রোগ্রামে যাওয়ার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সাংগঠনিক কবির মজুমদার

একজন যোগ্য সংগঠক হিসেবে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের সাংগঠনিক জীবনে তিনি যখন যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। সাংগঠনিক নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, কোথায় কোন সংগঠনকে কিভাবে শ্রমিক কল্যাণের সহযোগী হিসেবে নেয়া যায় এটা যেন তার কর্ম পরিকল্পনার একটি দিক ছিল। বিরোধী সংগঠনের লোকদের সাথে মিলে মিশে কাজ করার অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন কবির মজুমদার। এ ব্যাপারে উদাহরণ দেয়া যায়, "কর্মজীবী ফাউন্ডেশন" নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করে তিনি অনেক প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়নিস্টকে শ্রমিক কল্যাণের আপন করে নিতে পেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংগঠন করা সম্ভব তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা ছিল তার। সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন কনসালটেন্ট বা পরামর্শক। আবেগ উত্তাপ বিহীন এক বিশাল দিলের অধিকারী কবীর মজুমদারের তুলনা সত্যিই বিরল। যেখানে দায়িত্ব দেয়ার মত লোক নেই সেখানে কবীর মজুমদারকে দিয়ে কাজ শুরু করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সংগঠনের একজন পাহারাদার কবির মজুমদার

কেন্দ্রীয় সংগঠনে জনবল আমাদের অনউল্লেখযোগ্য। তারপরও যখনই কেউ কেন্দ্রীয় অফিসে এসেছেন আর কেউ না থাকলেও যে লোকটি একটি সুন্দর হাসিসহ গ্রহণ করার অপেক্ষায় থাকতেন ঐ ব্যক্তিই কবির মজুমদার। স্বল্পভাষী, হাসিখুশি, ধৈর্যশীল, ইসলামী আন্দোলনের একজন সফল কর্মকার ছিলেন কবির মজুমদার। যখনই শ্রমিক কল্যাণ অফিসে গিয়েছি, মনে হতো কবির ভাই যেন আগ থেকেই আমাকে গ্রহণ করার জন্যই অপেক্ষা করছেন। সকলকে তিনি যেন একইভাবে দেখতেন। যে কেউ অফিসে আসলে মনে করতেন যে তাকে দেখে কবীর ভাই খুশী হয়েছেন এবং সুন্দরভাবে কুশল বিনিময় করতেন এমন করে যেন তিনি অনেক দিনের পরিচিত। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, নেতার সাহচর্যে আসলে প্রত্যেক কর্মী মনে করেন আমার দায়িত্বশীল আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

নির্লোভ নিবেদিত প্রাণ কবির মজুমদার

পৃথিবীতে যত সংকট-সমস্যা এর মূলে হলো চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য। মানুষ যা চায় তা পাওয়ার আগ্রহ তাকে বেসামাল করে তোলে। নীতি-নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু ম্লান হয়ে যায় এখানে। অল্পে তুষ্ট থাকা, যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, নিজেকে অপরের সাথে তুলনা করে মনে অতৃপ্তি অনুভব করা, সাংগঠনিক জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন এর অভিযোগ কমবেশ অনেক ক্ষেত্রেই শুনা যায়। এ ক্ষেত্রে কবির মজুমদার ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী নেতা। বন্ধু হিসেবেও কোনদিন একবারের জন্যও আমার কান শুনে নাই যে, আমি অসুবিধায় আছি। সংগঠন ইচ্ছা করলে তো এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। অথবা এ ধরনের কোন চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কবির মজুমদারকে তার চলার পথে বিচলিত করতে পারে নাই। বরং জাগতিক অভাব-অনটন, পদ-মর্যাদা, অভিলাষ তার কাছে হার মেনেছে। "যা তাকদিরে আছে তা হচ্ছে" এই সত্য কথাটাকে সত্যিকারভাবে মেনে নিয়ে সব সময় বলতেন "আল্লাহর রহমতে ভাল আছি"। আল্লাহর পথে সন্তুষ্ট থেকে দ্বীনের পথে কাজ করে গিয়েছেন কবির ভাই। তার এ মানসিকতা যেন আমাদের সকলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দান করেন। আমীন॥ তার মৃত্যুর পর তার পকেটে ছিল ২৭০ টাকা, একটি চশমা ও একটি মোবাইল ফোন। এ ছিল কবির ভাইয়ের সম্পদ। কোন ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। বাড়িতে আছে ১৫/২০ শতক জমি ও একটি টিনের ঘর। স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে তিনি রেখে গেছেন। তাদের ভবিষ্যত নিয়ে সম্ভবত বেশি ভাবেন নাই। হয়তো কবির মজুমদার ঐ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যার কেউ নেই তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার উন্নত মন-মানসিকতা ও নেক আমলের উত্তম বিনিময় দান করুন।

ট্রেড ইউনিয়নিস্ট কবির মজুমদার

কবির আহমদ মজুমদার আমাদের মধ্যে একজন দক্ষ ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ছিলেন। শ্রম আইনের বিভিন্ন বিষয় ধারাসহ মুখস্থ বলতে পারতেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক সংসদ সদস্য) সাহেবকে বলতে শুনেছি, "শ্রম আইনে কবির ভাই আমার শিক্ষক ছিলেন"। ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রম আইন সংক্রান্ত তার জ্ঞান শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অনুমোদিত ইউনিয়ন সংখ্যা শতাধিক। এসব ব্যাপারে শ্রম অধিদপ্তরে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ট্রেড ইউনয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিক নেতাদের করণীয় এবং সরকারের ভূমিকা কি হবে এ বিষয়ে গবেষণা করতেন। পত্র-পত্রিকার একজন ভাল পাঠক ছিলেন। তার লিখা বইগুলো সংকলন আকারে ছাপানো এবং শ্রমিক আন্দোলনের পাঠ্য তালিকাভূক্ত করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

কবির আহমদ মজুমদারের মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু

আল্লাহ সোবহানাহুতায়ালা বলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করে তাদেরকে মৃত বলোনা তারা জীবিত। কবির আহমদ মজুমদার ছাত্রজীবন থেকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। গত ২৬ জুন তিনি সুবর্ণা ট্রেনে কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সাথে চট্টগ্রাম মহানগরীর দায়িত্বশীল সম্মেলনে যোগদান করার লক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। সকাল ১০টায় আমি মোবাইলে তার সাথে কথা বলি তখন তিনি বললেন, আমরা আখাউড়ায় পৌছেছি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তিনি বললেন, না আল্লাহর রহমতে আমরা ঠিক মত পৌছবো। এরপর ২.১৫ মিনিটে আবার টেলিফোন করলে তিনি বললেন, আমরা সীতাকুণ্ডের কাছাকাছি এসেছি। আমি বললাম, আমি B.I.A তে অপেক্ষা করবো খাওয়া দাওয়া সবই প্রস্তুত রয়েছে আপনারা চলে আসুন। এর ১৫ মিনিট পর ২.৩০ মিনিটে অধ্যাপক মুজিব ভাই ফোন করলেন এবং

বললেন আহছান উল্লাহ ভাই কবির ভাই সেন্সলেস হয়ে গেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আশেপাশে কোন হাসপাতাল আছে কিনা তার চিকিৎসার জন্য? আমি বললাম, ভাল কোন হাসপাতাল নেই। আপনারা ট্রেনে চলে আসেন আমি চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে লোকজন রেখেছি গাড়িও রেখেছি এবং এম্বুলেন্স নিয়ে স্টেশনে থাকবো। মুজিব ভাইয়ের সাথে অবস্থার অগ্রগতি নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করে বুঝতে পারলাম বড় রকমের কিছু হয়ে গেছে। যাক এরপরও এম্বুলেন্স নিয়ে ট্রেন স্টেশনে ঢুকলাম, ঢুকেই জানলাম কবির ভাই তার মহান স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। সবাই মিলে তাকে এম্বুলেন্সে তুলে আনলাম, ট্রেন স্টেশনে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য- সবাই নিরব নিথর কারো মুখে কথা নেই, চোখ থেকে পানি পড়ছে আর আমাদের কবির ভাইয়ের দিকে দেখেই আছে। কি হয়ে গেল এ ভাবেই কি কবির ভাই চলে গেলেন। ডুকরে কেঁদে কেঁদে মুজিব ভাই বললেন, আহছান ভাই আমি কাছে থেকে পাশাপাশি বসে থেকেও একটু বুঝতে পারলাম না যে, কবির ভাই চলে গেলেন কিছুই বললেন না। আমার এত কাছের লোকটা যে চলে গেলেন আমি টেরই পেলাম না। এই ধরনের মৃত্যু কয়জনার ভাগ্যে জুটে। কুরআন হাদিস পড়ে যা জেনেছি যে, মোমিনদের মৃত্যু এভাবে হবে যে, ছোট বাচ্চা মায়ের দুধ পান করতে করতে যে ভাবে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে কবির ভাই যেন সেইভাবেই চলে গেলেন। এরপর দেখলাম মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম সাহেব অপেক্ষা করছেন অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নিয়ে ন্যাশনাল হাসপাতালে। হাসপাতালে সেই এক অনন্য দৃশ্য সবাই যেন বাকরুদ্ধ কি হয়ে গেল। ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মৃত্যুতে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সেই আবেগ অনুভূতি লক্ষ্য করেছি তা অবর্ণনীয় শুধু অনুভব করা যায়। এরপর B.I.A নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে রাত ৮.৩০ মিনিটে জানাজা হলো। কবির ভাইয়ের ছাত্র জীবনের সহকর্মী শ্রমিক কল্যাণের দায়িত্বশীল এবং কর্মীরা জামায়াতের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কবির ভাইয়ের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের ইমামতিতে নামাজে জানাজা হলো। জানাজাপূর্বে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন মুজিব ভাই কবির ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করার সময় হু হু করে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "হে আল্লাহ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি কবির ভাই তোমার নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তার দায়িত্বশীলদের সাক্ষ্য কবুল করে কবির ভাইকে জান্নাতের উচ্চ আসনে স্থান দান করুন। জানাজা শেষে রাত ৯টায় কফিন গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। কফিনের সাথে গেলেন সেলিম পাটোয়ারী, মশিউর রহমান, মকবুল আহমদ এবং আত্মীয় আবু তাহের। পরের দিন আমি, মুজিব ভাই, শামসু ভাই, ওয়াছি ভাই, আজাদ ভাই সহ অনেকে তার গ্রামের বাড়ি ছাগলনাইয়া যাই। সকাল ১০ টায় হাজার হাজার মুসল্লিদের উপস্থিতিতে ফেনী জেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা লিয়াকত আলী ভূঁইয়ার ইমামতিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কবির ভাইকে আল্লাহ তোমার মেহমানদারীতে রাখ। তার পরিবার এবং সন্তানদের অভিভাবক তুমি হয়ে যাও। ইসলামী আন্দোলন তথা শ্রমজীবী মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য শত শত কবীর মজুমদার আমাদেরকে দান কর। আমীন ॥

লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চট্টগ্রাম মহানগরী।

স্মৃতিতে অম্লান প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার

এড: এস. এম. আব্দুল হাই

১৯৭৭ সালে আমি এলএলবি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ফেডারেশনের তখন সভাপতি ছিলেন এড. এবিএম আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। হারুন ভায়ের চিঠি পেয়ে ফেডারেশনে যোগদান করি। আমার দায়িত্ব প্রচার। তখন ফেডারেশনের উপদেষ্টা ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ। ফেডারেশনের অফিস ছিল বংশালে।

১৯৭৮ সালে টংগী পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ এর (সিবিএ) শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড ইউনিয়ন। এ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবীতে চার্টার অব ডিমান্ড দাখিল করে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে টংগীতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপর সরকার ও মালিকের পক্ষ থেকে নেমে আসে নির্যাতন ও গ্রেফতার। এ সময় টংগীতে অবস্থিত বাটা, আশরাফ টেক্সটাইল, পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, পেপার এন্ড পালপ্স সহ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরীগুলোর ইউনিয়ন সিবিএ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অনুমোদিত/এফিলিয়েটেড ইউনিয়ন। সরকার ও মালিক পক্ষ যৌথভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে ফেডারেশনের নেতা ও কর্মীদের উপর। গ্রেফতার হন বাটা কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাওলানা মাহবুবুর রহমান, আশরাফ টেক্সটাইল মিলস্-এর সিবিএ সভাপতি জনাব আশরাফ, পিপলস্ সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সিবিএ সভাপতি জনাব আবদুর রব ও সহ-সেক্রেটারী রুহুল আমীনসহ অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এড. এ বি এম আনোয়ার হোসেন টংগী থানায় তার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে দেখতে গেলে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। আমি দৈনিক সংগ্রামের তখনকার বংশালের বলিয়াদী প্রেস থেকে ডিউটি সেরে ৪ নং সিদ্দিক বাজার জামায়াত অফিসে যাওয়ার পথে ঢাকা হোটেলের সামনে পৌছলে দুইদিক থেকে পুলিশ ঘেরাও করে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে টংগী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমার সাথে গ্রেফতার হন পিপলস সিরামিক সিবিএ'সহ সেক্রেটারী জনাব রুহুল আমিন। টংগী থানায় তার উপর অমানষিক নির্যাতন চালানো হয়। ডিটেনশান দিয়ে আমাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বছর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পালন করি। তখন ফেডারেশনের অফিস ছিল আগামসি লেনে। এডভোকেট শেখ আনসার আলী ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় ফেডারেশেনের উপদেষ্টার দায়িত্ব ছিল মরহুম মাস্টার মোঃ শফিক উল্লাহর উপর।

১৯৭৯ সালে আইডিএল-এর নমিনেশান না পেয়ে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এড. এ বি এম আনোয়ার হোসেন তার নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালীর চাটখিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। তার মার্কা ছিল তালা। এ কারণে মূল সংগঠন তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

১৯৮০ সালে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত হয় র‍্যাংকিং স্ট্রীট-এ। এড. এ বি এম আনোয়ার হোসেন মূল সংগঠনের সাথে আলোচনা না করেই ফেডারেশনের মালামাল নিয়ে তেজগাঁও চলে যান। যদিও তিনি উক্ত মালামাল পরবর্তী সময়ে মরহুম মাস্টার শফিক উল্লাহর মধ্যস্থতায় ফিরিয়ে দেন এবং পুনরায় জামায়াতের রুকনও হন।

১৯৮১ সালের মাঝামাঝি ফেডারেশনে কাজ করার জন্য চট্টগ্রামের উখিয়া রাবেতা থেকে ঢাকায় এনে পুরান ঢাকার একটি রিকশা গ্যারেজে কাজ করতে মরহুম কবির আহমদ ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন তার বাসস্থান ছিল টিন শেডের ছোট্ট একটি রুমে। ঐ সময় আর এক মর্দে মুজাহিদ সদ্য চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে কেমেস্ট্রীতে এম এ পাস করে সংগঠনের নির্দেশে শ্রমিক ময়দানে কাজ করতে ফেডারেশনে যোগ দেন জান্নাতবাসী প্রিয় মরহুম ভাই

আনিছুজ্জামান আলমগীর। তখন ফেডারেশনের অফিস চলে আসে নয়াপল্টনে। ১৯৮০ সালে মোঃ নুরুল হককে এবং হাতেম আলী তালুকদার অর্ন্তবর্তীকালীন ফেডারেশনের সভাপতির ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব নেন।

১৯৮২ সালে মরহুম মোঃ নূরুল হক সভাপতি এবং মরহুম শাহ আলম চৌধুরী ভাই কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী হওয়ার পর মরহুম কবির ভাই ঢাকা বিভাগের মহানগরীসহ সভাপতির দায়িত্ব পান। আর মরহুম আনিসুজ্জামান আলমগীর ভাই সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯৮৪ সালে সাবেক সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ভাই সৌদী আরব থেকে দেশে ছুটি নিয়ে আসলে ঐ দুই জান্নাতবাসী ভাই তার কাছে এত বিরাট অঞ্চলে কাজ করার জন্য একটা হোন্ডা চাইলে হারুন ভাই বংশালে গিয়ে ১০০ সিসি'র একটি সুজুকি হোন্ডা মরহুম কবির ভাইয়ের নামে কিনে দেন। যা আমি এড. এস.এম আবদুল হাইও দীর্ঘদিন চালিয়েছি এবং সর্বশেষে হোন্ডাটি বরিশালে সংগঠনের কাজের জন্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম খসরু ভাই চাইলে মরহুম কবির ভাই হোন্ডাটি দিতে নিষেধ করেন নাই। এ সময় ফেডারেশন অফিস মগবাজার ডাক্তার গলি থেকে চাষী কল্যাণ অফিসে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৭ সালে মরহুম আলহাজ্ব মাস্টার শফিক উল্লাহ সভাপতি হন এবং হারুন ভাইকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ঢাকা মহানগরীকে বিভাগ থেকে আলাদা করে এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানকে। পরবর্তীতে এ দায়িত্ব দেয়া হয় মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরীকে এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৯৯৩ সালে। মরহুম কবির আহমদ মজুমদার ভাইকে। এ সময় ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন এড. শেখ আনছার আলী। এ সময় অফিস বর্তমান ৪৩৫/১ মগবাজারস্থ এলিফ্যান্ট রোডে স্থানান্তরিত হয়।

যখন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের দায়িত্ব আলাদা করে দুইটি বিভাগ ঘোষণা করা হয় তখন ঢাকা উত্তরের সভাপতির দায়িত্ব পান মরহুম কবির আহমদ মজুমদার এবং দক্ষিণের সভাপতি করা হয় কবির ভাইয়ের সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ ভাইকে।

সারাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকলে কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এই গুরুদায়িত্ব কবির ভাইয়ের উপর অর্পণ করতে চাইলে তিনি তা বিনা বাক্যে গ্রহণ করেন। তখন ঢাকা উত্তরের দায়িত্ব দেয়া হয় বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভাইকে। মরহুম কবির ভাইকে জাতীয়ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতাদের মধ্যে কাজ করার জন্য পল্টনের পেশাজীবী ফাউন্ডেশান অফিসে বসার জন্য বলা হলে তিনি নিয়মিত ঐ অফিসে বসে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৮১ হতে ২০০৮ সালের ২৬ জুন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর যখন যেখানে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার মনোভাব নিয়ে সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুর ২দিন আগে আমাকে বললেন, কি নিয়ে যাবেন? যাবেন তো খালী হাতে। দুনিয়ায় এত পেরেশানি কেন? এই ফেডারেশনে আসার পর অনেক দায়িত্বশীলকে দেখেছি। এর মধ্যে জান্নাতবাসী হয়েছেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাস্টার শফিক উল্লাহ, মোঃ নূরুল হক, শাহ আলম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান আলমগীর, আর সাম্প্রতিক প্রিয় ভাই কবির আহমদ মজুমদার। "মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা চলে গেছেন আর আমাদেরকে বলে গেছেন আমরা চলে গেলাম তোমরাও আসবে!!"

মরহুম কবির আহমদ মজুমদার ভাই-এর চরিত্র, কর্ম ও জীবনের উপর এ স্মরণিকায় অনেকেই লিখেছেন। আমি তাদের সকলের লেখা পড়েছি। তাঁর জীবন চরিত বিস্তারিত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে পারি নাই। তাঁর পাশে দীর্ঘদিন থেকে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলি- তিনি এক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ ছিলেন।

আল্লাহ কবির ভাইকে সর্বোচ্চ জান্নাত দিন এবং আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আমীন॥

লেখক : আইন বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

হৃদয়ে ভাস্বর কবির আহমদ মজুমদার

মির্জা মিজানুর রহমান

১৯৮৫ সনের জুলাই মাসের কোন একদিন কমলাপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ জামে মসজিদে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের একটি সাধারণ সভায় (মরহুম) কবির আহমদ মজুমদার ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়। (মরহুম) আনিসুজ্জামান আলমগীর ভাই-ই কবির ভাইয়ের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এর কিছুদিন পূর্বেই আলমগীর ভাইয়ের সাথে সাংগঠনিক বৈঠকে পরিচয় হয়েছিল। অর্থাৎ সেদিন ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির সাথে ফেডারেশনের (আমি) একজন নতুন কর্মী হিসেবে আমার পরিচয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। বিশেষতঃ সেদিনের উনার স্বভাবসুলভ হাসি ও আন্তরিকভাবে বুকে নিয়ে জড়িয়ে ধরায় অকৃত্রিম স্নেহাস্পদ ভালবাসা আমি আজও যেন অনুভব করি। এরপর সাংগঠনিক বিভিন্ন বৈঠকাদিতে নিয়মিত দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। ১৯৯০ সনে আমি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে এবং পরে ফেডারেশনের মহানগরীর সেক্রেটারী হওয়ার পর দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় অফিস ও মহানগরী অফিস একই স্থানে হওয়ায় ঘনঘন দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ছিল দীর্ঘদিন। বিশেষতঃ কবির ভাইয়ের বিশেষ একটি গুণ ছিল ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে লেখালেখি। শ্রম শ্রমিক বিষয়ে পেপার কাটিং ও লেখা সংগ্রহ ছিল তাঁর অভ্যাস। এ বিষয়ে কবির ভাই আমার সহযোগিতা চাইতেন। উনার সহযোগিতা চাওয়ার ধরন ছিল খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। কিছুদিন পূর্বেও গার্মেন্টিস ও পাট শিল্প সম্পর্কীত বেশ কিছু পেপার কাটিং উনাকে দিয়েছিলাম। পেপার কাটিংগুলি পেয়ে আমার উপর যে খুশী হয়েছেন, তা ভোলার নয়। কবির ভাই থেকে আমি অনেক সহযোগিতা নিয়েছি। বিশেষতঃ লেখালেখির বিষয়ে। যোগ্যতা না থাকা সত্বেও দায়িত্বের কারণে বিভিন্ন স্মারক বা চিঠি বা অন্য কোন লেখালেখি বিষয়ে কোন কিছু লিখে (তৈরি করে) উনাকে দেখাতাম। বলতাম লেখাটি দেখে যত ভুলত্রুটি আছে কাটাকাটি করে দেন। বলতাম অনেকটা দাবী নিয়ে। মৃত্যুর ৮/১০ দিন পূর্বেও চিঠি তৈরি করা নিয়ে উনাকে বললাম দেখেনত সাধু-চলিত ভাষা মিলে গেল কিনা। উনি দুইটি শব্দ পরিবর্তন করে দিলেন। এভাবে আমাকে যে নিয়মিত সহযোগিতা করেছেন এই সহযোগিতার ব্যক্তিটি আমার আজ নেই। আমার প্রয়োজনেই আমি আজ উনাকে স্মরণ করি, অনুভব করি। উনার সাথে আলাপ করলে কিছু জানা যায় এই আশায় মাঝে মধ্যে আমরা আলাপ করতাম-শুনতাম। উনার স্বভাব চরিত্রের উপর মন্তব্য করে উনাকে বললাম নোয়াখালীর লোক চতুর হয়। আপনি ও হাসেম ভাই (ফেডারেশনের অর্থ সম্পাদক) অরিজিনাল নোয়াখালি হতে পারেন নাই। এত সহজ সরল ও প্রচার বিমুখ লোক বিশেষতঃ নেতা পর্যায়ে কম পাওয়া যায়। কবির ভাই যতদিন যাবৎ লেখালেখি শুরু করেছেন (ট্রেড ইউনিয়নের উপর বই লিখেছেন ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে) এটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে এগিয়ে নিতে চাইলেও অনেক আগাইতে পারতেন। অর্থের দিক থেকে দুর্বল হলেও বন্ধু/দ্বীনী ভাইসহ পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে উনার সাক্ষাতে যারা গিয়েছেন তাদেরকে আপ্যায়নে ছিলেন খুবই আন্তরিক। কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ পেয়ে বা কোন মারাত্মক ভুল মন্তব্যের পরও কখনো রাগ হতে দেখি নাই কবির ভাইকে। তাই উনার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেশি। ভাষা দিয়ে লেখা বৃদ্ধি না করতে পারলেও অনুভব দিয়ে অনেক কিছু বলার আছে কবির ভাই সম্পর্কে।

বান্দা হিসেবে উনার নেক আমলসমূহ আল্লাহ কবুল করুন এই দোয়া করছি।

লেখক: সেক্রেটারী, ঢাকা মহানগরী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

শ্রদ্ধেয় কবির আহমদ মজুমদারকে যেমন দেখেছি

দিদারুল আলম মজুমদার

১৯৯১ সালে আমি আলিম ১ম বর্ষের ছাত্র। জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে ফেনী-১ আসনে আলহাজ্ব মোঃ ইউনুছের সমর্থনে আমরা কাজ করছিলাম। ইন্টারন্যাল মিটিং-এ থানা জামায়াত অফিসের ২য় তলায় কবির আহমদ মজুমদার বক্তব্য পেশ করছিলেন। বক্তব্য শুনে আমি অভিভূত হলাম। তাই আমাদের পুরাতন এক নেতাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি কে? তখন উত্তরে জানতে পারলাম উনি কবির আহমদ মজুমদার। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি। আমাদের অঞ্চলের বড় নেতা। এরপর থেকে উনার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল এবং পরিচিত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালালাম। পরিচয় পর্বটা খুব সহজেই হয়ে গেল। কারণ তিনি আমার আব্বাকে খুব ভালভাবেই চিনতেন। তখন থেকে উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বলতেন বড় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখাপড়াও ভালো করতে হবে, না হয় বড় দায়িত্বশীলদের মাঝে অনেকেই অনেক সমস্যায় রয়েছেন। এর কিছুদিন পর মনুরহাটে আল আমিন সোসাইটির অধীনে রো'সনাবাদ একাডেমী-এর প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পরিচালনা করতে গিয়েও টাকা, শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ ইত্যাদি ক্রাইসিসে পড়ে অনেক টেনশন পোহাতে হয়েছে কবির আহমদ মজুমদারকে। তারপরও কখনো তিনি কারো উপর মনে কষ্ট নিয়ে রাগত স্বরে কথা বলেননি। বক্তারহাট দারুল ইরফান আইডিয়াল একাডেমী প্রতিষ্ঠায়ও উনার নির্দেশনা ছিল অসামান্য। মোট কথা ছাগলনাইয়া থানার উত্তরে ইসলামী আন্দোলন, সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উনার পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান ছিল অস্বীকার্য।

ঢাকায় যখনি উনার সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অফিসে গিয়ে দেখা করতে যেতাম তখন হয় উনাকে অফিসে বসা পেতাম, অথবা অফিসের উপরের রুমে থাকতেন বিধায় সেখানে পেতাম। অথবা সফরে আছে বলে শুনতে পেয়ে ফেরত আসতাম। উপরে উনার রুমে গিয়ে দেখতাম উনি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা অথবা অন্যান্য দুর্লভ বইগুলো পড়ছেন। আমাকে পেয়ে নীচে নেমে এসে বিস্কুট ও চায়ের অর্ডার দেয়াটা ছিল উনার চিরাচরিত অভ্যাস। আমরাও চা বিস্কুট খেয়ে, আলোচনা করে খুবই আনন্দ পেতাম।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সচিব অধ্যক্ষ ইজ্জতউল্লাহ ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন ফেনী-১ আসনে কাকে প্রার্থী দেয়া যায়। তখন আমি প্রফেসর ড. লোকমান স্যার ও কবির আহমদ মজুমদারের কথাই পরামর্শ দিয়েছি। কারণ মরহুম ইউনুছ ভাইয়ের পর আমাদের এলাকায় এই দুইজন আন্দোলনের মুরুব্বী এবং আমরা সবাই এই দুইজনকে নিয়ে গর্বিত এবং কাজ করি। আমাদের এলাকায় এবং শ্রমিক অংগনে প্রতিনিধিত্ব করার মত ব্যক্তিত্ব কবির আহমদ মজুমদারকে হারিয়ে আমরা একজন অভিভাবক, অনুকরণযোগ্য, শিক্ষকসমতূল্য ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। আমরা সাক্ষী দিচ্ছি উনি আমাদেরকে সত্য সুন্দর ও সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তার প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতের সুউচ্চ আসনে আসীন করার জন্য আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি। আমীন॥

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

কবির ভাই ছিলেন আমার শিক্ষকতুল্য

শেখ আবু মোর্শেদ (কচি)

আস্‌সালামু আলাইকুম, এদিকে আসুন। আপনার নাম কি? হঠাৎ এ কথা শুনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সালাম দাতার সম্মুখে। বয়স তখন বড়জোর ১০/১১, ক্লাস ফোরে পড়ি। সেই ১৯৮১ সালের কথা হলেও স্পষ্ট মনে আছে। আর যিনি সালামদাতা তিনি আর কেউ নন। আমাদের সকলের অতি প্রিয় কবির আহমদ মজুমদার, কবির ভাই। উনার সাথে ছিলেন শাহ আলম চৌধুরী ভাই। ঠিক এর পূর্বদিন আমার বড় আপার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম এবং লজ্জাও পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় একজন আমাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনি বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা ইতিপূর্বে আমি এমন কোন শিক্ষা পাইনি বা কাউকে ছোটদেরকে সালাম দিতে বা আপনি বলতে শুনিনি। আমাদের শিক্ষা এমনই ছিল বড়দের সালাম দিতে হয়, সম্মান করতে হয়। সর্বপ্রথম তখনই জানলাম সালাম ছোটদেরকেও দেয়া যায় এবং ছোটদের সাথেও সম্মান দিয়ে কথা বলা যায়। পরবর্তীতে উনার সাথে আস্তে আস্তে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা যায় যেমন ভাই-ভাই, শিক্ষক-ছাত্র, আধ্যাত্মিক গুরু, আরো অনেক অনেক ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে মরহুম কবির আহমদ মজুমদারকে আমার অনেক কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। ছোট-বড় সবার সাথে তিনি বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। কাহাকেও কখনো তুচ্ছ করে কথা বলতেন না। সাধারণ শ্রমিকদের সাথে তিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে মিশতেন। তাদের একান্ত আপনজন হিসেবে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করতেন। কোন দূরত্ব রাখতেন না। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি হাসিমুখে কথা বলার চেষ্টা করতেন। যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। যখনই সময় পেতেন তখনই তিনি পড়তেন। তার সংগ্রহও ছিল সমৃদ্ধ। কোরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্য তো রয়েছেই তার উপর ভাষা-সাহিত্য, অভিধান, ইতিহাস, আইন বিশেষতঃ শ্রম আইন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও গভীরতা ছিল অপরিসীম।

দৈনিক পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশ সময়ই শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহই পড়ি। উনাকে সবসময় দেখেছি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, ভিতরের প্রায় সব আর্টিক্যালগুলো গুরুত্বের সাথে পড়তেন এবং অনেক সময় রাতে পড়তে পড়তে বুকের উপর বই নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। উনার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হলেও (আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা কখনো তিনি ভাবেননি) সুযোগ পেলেই তিনি বই কিনতেন। উনার প্রভাবে এক সময় আমি নিজেও সুযোগ পেলেই বই কিনতাম। পাঠক বলতে যা বুঝায় তিনি ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তিনি ছিলেন একজন ভাল শ্রোতা। যে কারো কথা তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত শুনার চেষ্টা করতেন। যারা ভাল শ্রোতা তারা হয়ত কিছুটা স্বল্পভাষী হয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও প্রচার বিমুখ। অপ্রয়োজনীয় কথা তিনি কখনোই বলতেন না। তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন, অতিরিক্ত কথা বলতে গেলেই অপ্রয়োজনীয় কথা চলে আসে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা থেকেই মিথ্যা কথা আসে। তাই অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকলে মিথ্যা থেকে দূরে থাকা যায়।

কোন মানুষের চাহিদা যে এত অল্প হতে পারে এবং সামান্যতে মানুষ যে সন্তুষ্টি থাকতে পারে তা উনাকে যারা কাছ থেকে জানতেন তারা ভাল করেই জানেন। জীবন ধারনের জন্য যতটুকু না হলে নয় তার বেশি তিনি চিন্তা করতেন না এবং তিনি মৃত্যুকালেও তার প্রমাণ রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর পকেটে মাত্র ২৭০ টাকা পাওয়া যায়। যদিওবা তিনি তখন চট্টগ্রাম সফরের উদ্দেশ্যে রাস্তায় ছিলেন। তিনি প্রায়শই কোরান-হাদীসের উল্লেখ করে বলতেন "যার সম্পদ যত কম তার পরকালীন হিসাব তত সহজ হবে।" আল্লাহ তাঁর হিসাব সহজ করে দিন। মৃত্যুকালে তিনি কোন জমানো দুনিয়াবী সম্পদ রেখে যাননি। তবে তিনি শ্রম আন্দোলন বিষয়ক যে সব মূল্যবান সাহিত্যকর্ম রেখে গেছেন এদেশের ইসলামী শ্রম আন্দোলনে তা অবদান রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি।

ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনের কোন সমস্যাই তাঁকে বিচলিত করতে পারত বলে আমি মনে করি না। যত সমস্যায়ই তিনি থাকতেন না কেন, জিজ্ঞেস করলে বলতেন আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি। অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। এমন কি তাঁর চেয়ে ছোটদেরকেও তিনি অগ্রাধিকার দেয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন আমাদের অনেকের আধ্যাত্মিক মুরুব্বী। আমাদের ভিতর এমন অনেকেই আছেন, যখনই কোন সমস্যায় পড়তাম হউক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরামর্শ বা উপদেশের জন্য উনার কাছে যেতাম। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে হয়তো কোন সমস্যা নিয়ে ওখানে গেলাম কিন্তু উনার সাথে সাক্ষাত-কথাবার্তা বলার পর আর সমস্যার কথা বলতে হয়নি, এমনিতেই মন ভাল হয়ে গেছে বা মনে হয়েছে আমাদের চেয়ে অনেক সমস্যামান লোক রয়েছে। তাদের সমস্যার তুলনায় আমাদের সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। আমরা অনেকেই এমন একজন ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি যিনি ছিলেন আমাদের জন্য আদর্শ উদাহরণ, অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। কবির ভাষায়-

"যাহার অমরস্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি
মানুষের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

আল্লাহ উনার সকল চেষ্টা সাধনাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অনুসরণীয় হয়ে ওঠার তৌফিক দিন আমীন॥

লেখক : মরহুমের বড় শ্যালক।

বল বিশ্বসভ্যতা গড়েছে কারা

মীর্যা সিকান্দার

গায়ের রক্ত পানি করে
মাথার ঘাম সব পায়ে ফেলে
বিশ্ব এ সভ্যতা গড়েছে কারা
তারা কি নয় সেই লাঞ্ছিত বঞ্চিত শ্রমিকেরা
ঘৃণা ছাড়া কিছু
পায় না যারা!
তোমরা সবে খাও পোলাও আর কোর্মা
খেয়ে দেয়ে দিনে দিন হচ্ছ গুমরা,
কে জন্মাল সরু এই সুগন্ধি চাল
তারা কি নয় সেই দিন হীন মজুর।
পোলাউয়ের স্বাদ কি
জানে না যারা।
যে পোশাক পরে কর বাহাদুরী
বিবিকে সাজাও যেন বেহেশতের হুরী,
কাদের সাধনায় মেলে এমন শাড়ী
তারা কি নয় সেই শ্রমিক-মুজুর
আরামকে হারাম করে
খাটে যারা।

এই যে রাজপ্রাসাদ আর অট্টালিকায়
যেথায় কাটাও নিশি সুখ নিদ্রায়
বলত এসব গড়েছে কারা
তারা কি নয় সেই কুলি মজুর
ভাগ্য বিড়ম্বিত
সর্বহারা।
যে পথে চালাও সবে দামী গাড়ী
ছায়াঘন গাছপালা সারি সারি
বলত সেই পথ গড়েছে কারা
তারা কি নয় সেই কুলি মুজুর
জীবন সমরে আজ
দিশেহারা।
একদিন ছিলনা যার কোন গতি
ভাগ্যগুনে আজ সে শিল্পপতি
বল কারা এ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি
তারা কি নয় সেই অনাহারী
কঙ্কালসার দেহী
শ্রমিকেরা।

বাবার আদর্শে মানুষ হতে চাই

তানভির আহমদ মজুমদার (নিশাত)

আমার বাবা জনাব কবির আহমদ মজুমদার। আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন ২৬ জুন ২০০৮ ইং, ১২ আষাঢ় ১৪১৫ বাংলা, ২১ জমাদিউস সানি ১৪২৯ হিজরী তারিখে দুপুর ৩.১০ মিনিটে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঐদিন ঢাকা হতে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে (সাংগঠনিক সফরে) সীতাকুণ্ড পার হওয়ার পর ইন্তেকাল করেন। তার সফরসঙ্গী মুহতারাম অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ সকাল ৭.১০ মিনিটে ঢাকা-চট্টগ্রাম গামী ট্রেনে আরোহণ করেন। উনি হৃদরোগে (Major heart stroke) আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

তার কোনরূপ ডায়াবেটিস, প্রেশার, হৃদরোগ ইত্যাদি জটিল রোগ ছিল না। তার পায়ে একবার ব্লক পড়েছিল। পরবর্তীতে চিকিৎসার পরে শঙ্কামুক্ত হয়েছিলেন। হৃদরোগেরও কোন শঙ্কা ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীসহ তিনপুত্র এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৮ সালের পহেলা জানুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত পশ্চিমদেবপুর গ্রামে। তারা চার ভাই দুই বোন ছিলেন।

শৈশবে বাবা ছিলেন খুবই সুবোধ বালক। সম্পূর্ণরূপে নম্র ভদ্র বলতে যা বোঝায়। শৈশব হতে এ পর্যন্ত পুরো জিন্দেগীতে তার সাথে কারো ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে বলে জানা নেই বা আজোবধি কেউ বলতে পারেনি। তিনি ছোট থেকেই সহজ-সরল, শান্ত-শিষ্ট এবং বিনয়ী ছিলেন। তিনি সমবয়সীদের সাথেও দুষ্টামি করতেন না।

ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। তিনি ছাত্রজীবন শেষ করতে খুবই কষ্ট করেছেন। টিউশনি করে, লজিং থেকে পড়ালেখা করেছেন। তার গৃহশিক্ষক ছিল না। তিনি ছাত্রজীবনে কখনো সেকেন্ড হননি। ধারাবাহিকভাবে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তার সহপাঠীদের পড়াতেন। তার পড়ালেখার হাতেখড়ি শেখ আহাম্মদ মুন্সীর মক্তব থেকে। পরে ক্রমান্বয়ে দেবপুর ইসলামীয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা হতে (মনুরহাট) দাখিল ও আলিম (তৎকালীন উলা) পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা, হতে ফাজিল পাশ করেন ১৯৬৮ সালে। এম এস কলেজ (বর্তমান ওমরগনি কলেজ) চট্টগ্রাম হতে ডিগ্রী পাশ করেন ১৯৭৭ সালে। তিনি একবার পড়েই পড়া মুখস্থ করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। তিনি শুদ্ধভাবে বাংলা বলা, অনর্গল ইংরেজি বলা এবং শ্রুতি মধুর কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন।

বাবার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অনেক কিছুই করেছেন। ফেনী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষকতা, রাবেতা আলম ও অন্যান্য কোম্পানীতে চাকুরী করেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি এসকেএফ-এ সাংগঠনিক জীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত কর্মঠ। কি কাজ? সেটা ছিল তার কাছে গৌণ ব্যাপার, কাজ করে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা ছিল মূখ্য বিষয়।

বাবা ছিলেন খুবই ধর্মভীরু। প্রতিনিয়ত তিনি আখেরাতের চিন্তা করতেন। তিনি বৈষয়িক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন না। মানুষের সাথে ইসলামী শরীয়ত মত চলতেন এবং আচরণ করতেন। লোকজন কিভাবে ভাল হয়ে চলবে তার পরামর্শ দিতেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়া, রোযা রাখা, কোরআন তিলাওয়াত, হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন।

বাবা "বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে" যোগদানের পর বেশকিছু বই (শ্রমিক ও শ্রমিক আইন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কীয়) এবং কলাম লিখেছেন। এছাড়াও তিনি কিছু বই গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন। তিনি পাক্ষিক পত্রিকা "পেশাজীবী বার্তার" সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন ভাল পাঠক ছিলেন। যখনই তাকে দেখতাম তখনই বই পড়ছেন। অন্যকেও বই পড়তে বলতেন।

তিনি বক্তা হিসেবে অনর্গলবর্ষী নয় কিন্তু যুক্তি ও তথ্য সম্পন্ন পরিশীলিত বক্তা ছিলেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন। সমানভাবে আরবী ও ফার্সীও বলতে পারতেন। এলাকায় তিনি কিছু দ্বীনী ভাইকে নিয়ে ট্রাস্ট, স্কুল,

মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাত্র জীবনে "ছাত্রসংঘের" সদস্য এবং দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন" এর কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি এবং ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন। তিনি "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ"-এর রুকন ছিলেন।

বাবা পারিবারিক জীবনে ছিলেন দারুন গোছানো প্রকৃতির। তার চাহিদা তেমন কিছু ছিল না ব্যক্তি জীবনে, তাই একটু অভাবী ছিলেন। তিনি আমাদের কখনো মারতেন না। সুন্দরভাবে বুঝাতেন, প্রয়োজনে সুমিষ্ট স্বরে ধমকাতেন। তিনি পরিবারে আমাদেরকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়ার দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। তিনি নিজের দিকে খেয়াল না করে আমাদের চাহিদা পরিপূর্ণভাবেই মেটাতেন।

ব্যক্তি হিসেবে বাবা ছিলেন খুবই দারুন। শান্ত-শিষ্ট তবে হাসি-খুশি এবং রসিক ধরনের। তিনি ছিলেন বিনয়ী, মৃদু বা স্বল্পভাষী। শান্ত প্রকৃতির সুমিষ্ট ভাষী। অমায়িক ভদ্র বলতে যা বোঝায় তার পরিপূর্ণ সংস্করণ ছিলেন তিনি। প্রতিটি কথা তিনি খুবই সুন্দরভাবে সুবিধা-অসুবিধাসহ উপস্থাপন করতেন। তিনি সর্বক্ষণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যে কোন ব্যাপারে দায়িত্ববান এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এক কথায় তিনি ছিলেন নির্বিবাদী লোক।

তিনি জিন্দেগীরভর বিলিয়ে গেছেন বিনিময়ে আমাদের কাছ হতে কিছুই নেননি। আমাদেরকে তার সেবা করার সুযোগ দেননি। তার মত কম চাহিদাসম্পন্ন, ধর্মভীরু, দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্তমান সমাজে বিরল। তাকে ছোট-বড় সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনিও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন সবাইকে।

লেখক : মরহুমের বড় ছেলে।

আমার বাবা

সাদিয়া ফেরদৌস

আমার বাবা ছিলেন আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা, অভিভাবক এবং প্রিয় ব্যক্তি। যিনি ছিলেন আমার জীবনের সকল কাজের উৎসাহদাতা এবং পথ প্রদর্শক। আমার বাবার কথা লিখতে গিয়ে শেষ করতে পারবোনা। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বাবা ছিলেন মহান ব্যক্তি, ইহা একটি কথাতেই পরিষ্কার। তাকে যখন বলতাম বাবা আমাদের ঘরের জন্য কিছু আসবাবপত্র প্রয়োজন। তখন তিনি বলতেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ঘরে পানি খাওয়ার জন্য একটি পাত্র এবং একটি মাদুর(?) ছিল। কিন্তু আমার ঘরে অনেক কিছু আছে। বাবা পার্থিব জীবন নিয়ে ভাবতেন না। তিনি আখিরাতের চিন্তা করতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজে মুমিন ব্যক্তির প্রতিফলন ঘটত। বাবার সবকিছু ছিল সীমিত। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি খাওয়ার মাঝে পান, ..., খিচুড়ি এবং মসুরের ডাল খুব পছন্দ করতেন। বাবা খাবারের প্রতি তেমন মনযোগী ছিলেন না। তিনি আমাদের কখনো বকা দিতেন না। সুন্দর করে হাদিস ও কুরআনের আলোকে আমাদের বোঝাতেন। বাবা চলে গিয়েছেন সত্য কিন্তু তিনি রেখে গেছেন স্মৃতি, বাবার স্মৃতিতে আমি হারিয়ে যাই। যাকে প্রতিটি মুহূর্ত মনে পড়ে। আমার বাবা যাওয়া মানে আমাদের আনন্দের বড় একটি অংশ চলে যাওয়া। আমার বাবা আমাকে ফোনে মা কেমন আছো বলতেন, এখন আর কেউ বাবার মত বলে না। ভাল-মন্দের খোঁজ করে না। বাবা আমাকে কতটা আদর করতেন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। বাবা বলে ডাকার মানুষ আর রইলো না, যা ছিল আমার জন্য একটি আনন্দদায়ক ডাক। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন আমীন। "রব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগিরা"।

লেখিকা : মরহুমের একমাত্র মেয়ে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত

আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালিন ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আযমাঈন।

আমি লাখো কোটি শোকর আদায় করছি সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদেরকে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে শামিল হবার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক ও বন্ধু রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি যিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান আল ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এনেছিলেন এবং যার আবির্ভাবে অসহায়, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, শ্রমজীবী ও দাস শ্রেনীর মানুষ পেয়েছিল মুক্তির দিশা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মরহুম কবির আহমদ মজুমদার এবং গত ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠার তাণ্ডবে নিহত শহীদ রুহুল আমিন এবং শহীদ হাবিবুর রহমান সহ দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জীবন দানকারী শহীদদের যারা বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে ইসলামের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে কবুল করুন– আমীন।

একথা শাশ্বত সত্য যে, বর্তমান সামাজিক দুর্ভোগ, অন্যায় ও জুলুমের মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহর আইন, সৎ ও যোগ্য এবং খোদা ভীরু লোকের হাতে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা না থাকা। মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনই কেবলমাত্র অসহায় শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতে আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে বিশ্ব মানবতাকে আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে।

এ মহান লক্ষ্যে শ্রমিক অংগনে ইসলামের পতাকাবাহী একমাত্র শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অসহায় শ্রমজীবী মানুষের দ্বারে ইসলামের অমীয় বাণী পৌছে দেয়ার বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩ মে থেকে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। সংগঠন টিসিসি (ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও (ILO) অনুমোদিত এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার (IICL)-এর সদস্যপদ লাভ করেছে। ১/১১ এর পট পরিবর্তনের পর হতে জরুরী অবস্থার কারণে ২০০৭ সালে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি। বিগত ২০০৬-২০০৮ সনে বিধিসম্মতভাবে যতোটুকু কাজ করা সম্ভব হয়েছে সে কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা হলো :

দাওয়াতি অভিযান/গণসংযোগ পক্ষ পালন

বিগত ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল '০৬ পর্যন্ত গণসংযোগ পক্ষ পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী ও পেশাজীবী মানুষের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা হয়েছে। গণসংযোগ পক্ষ পালন এবং দাওয়াতী কাজে কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বল্পমূল্যে পরিচিতি সহ ৫,৫৫,৬২৩ টাকার দাওয়াতী বই বিতরণ করা হয়। গণসংযোগ পক্ষ উপলক্ষে ৯১৩৫ জন সহযোগী বৃদ্ধি করা হয়।

শ্রমিক দিবস পালন

১ মে শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন উপলক্ষে বিগত সেশনে ২০০৬ সনে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী সংগঠনের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে এবং ২০০৮ সনে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামায়াত ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

২০০৭ সালে অনুমতি না পাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সংগঠনের উদ্যোগে সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ এপ্রিল ২০০৮ জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে ১লা মে মে দিবস নয়, শ্রমিক দিবস' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান। ২০০৬ সালে ১ মে, শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ৩০,০০০ পোস্টার ও ৫০,০০০ লিফলেট ছাপিয়ে বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

রমজানের তৎপরতা

পবিত্র মাহে রমজানকে আত্মগঠনের মাস হিসেবে যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য ফেডারেশনের সকল স্তরের জনশক্তির কাছে ১০ হাজার সার্কুলার ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের নিয়ে একটি ইফতার মাহফিল করা হয়। এতে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল, জাতীয় শ্রমিক পার্টি, শ্রমিক মসলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক খুলনা মহানগরী ও ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন স্থানে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনার

বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে "শ্রমজীবী মানুষের অধিকার- রাষ্ট্রীয় নীতিকৌশল" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম শাহ আব্দুল হান্নান সাবেক সচিব, ড. এম উমার আলী, ভাইস চ্যান্সেলর, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ৯ মে ২০০৮ প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি ও শ্রমিকের মজুরী শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি আব্দুর রউফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ, ডঃ ওমার আলী, রুহুল আমিন গাজী প্রমুখ। আলোচনা সভায় শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী সাড়ে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবী জনানো হয়।

গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংসের প্রতিবাদ

বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জনকারী গার্মেন্টস শিল্পকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে তাদের এদেশীয় কিছু এজেন্ট দ্বারা গত ২১ ও ২২ মে '০৬ গার্মেন্টস শিল্পে হামলা ভাংচুরসহ যে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল তার প্রতিবাদে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ২৬ মে শুক্রবার সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৫০,০০০ লিফলেট ছাপিয়ে বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সংগঠনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ২ আগস্ট ঢাকায় ফেডারেশনের উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেলে গার্মেন্টস মালিকদের নিয়ে একটি সমাবেশ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল সাবেক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ।

সফর

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোট ৩৫ জেলা, মহানগরী ও বিভাগে সফর করেন। রাজশাহী পূর্ব, রাজশাহী পশ্চিম, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঝিনাইদহ, খুলনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, লক্ষীপুর, গাইবান্ধা, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, দিনারজপুর, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর।

সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী মোট ১০টি জেলা, বিভাগ ও মহানগরীতে সফর করেন– (সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী দক্ষিণ, বরিশাল, রাজশাহী মহানগরী, খুলনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও বগুড়া।

কেন্দ্রীয় সভাপতির দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানি সফর

গত ২৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান আইএলও এর উদ্যোগে চতুর্দশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া এবং আন্তধর্মীয় সংলাপ বিষয়ের উপর ১৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য জার্মানি সফর করেন। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে 'খালেদ আল হাসান ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে মোহাম্মদ-ভি সুইসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'আওয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড হিউমেনিস্ট্রিক গ্লোবাল ডিসকোর্স" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার (আইআইসিএল)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার-এর সেক্রেটারী জেনারেল ড. সাঈদ আল হাসানসহ বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিক কল্যাণ বার্তা

বিগত সেশনে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ৪বার শ্রমিক কল্যাণ বার্তা ৭,০০০ কপি ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বিভাগ, মহানগরী ও জেলা সংগঠনে প্রেরণ করা হয়।

বিসিআইসি সম্মেলন

বিগত ২৪ মে ২০০৬ বিকাল ৩টায় বিসিআইসি মিলনায়তনে বিসিআইসি'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব আকন্দ মোঃ সিকান্দার আলী। সভায় জনাব আবু মোহাম্মদ সেলিমকে সভাপতি ও জনাব আকন্দ মোঃ সিকান্দার আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

বিভাগ ও মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

বিগত সেশনে চট্টগ্রাম মহানগরী, খুলনা মহানগরী, ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন বিভাগে দ্বি-বাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি অঞ্চল ও জেলায় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। (ঝিনেদাহ অঞ্চল, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, জয়পুরহাট, ভৈরব, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, মাগুরা, ফরিদপুর)

কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারী সম্মেলন বিগত ২৫ এপ্রিল ২০০৮ প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ বৈঠক

বিগত সেশনে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের ৬টি এবং কার্যকরী পরিষদের ৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকগুলোতে ফেডারেশনের নীতি নির্ধারণ, বার্ষিক পরিকল্পনা, পরিশিষ্ট প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের পর্যালোচনা করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

আল্লাহর মেহেরবানীতে ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল মরহুম কবির আহমদ মজুমদারসহ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে বিগত ২ বছরে ১৬টি অনুমোদিত ইউনিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ফেডারেশনের অনুমোদিত ইউনিয়ন সংখ্যা ৯১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭ দাঁড়িয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ফেডারেশন সমর্থিত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেল নির্বাচিত হয়। এ সেশনে

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন ১৫০৫ নাম্বারের সংগঠনটি পরিপূর্ণভাবে ফেডারেশন নিয়ন্ত্রণে চলে। গত ১৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ দেশভিত্তিক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ঢাকায় এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। এছাড়া বিগত সেশনে বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ভিত্তিক ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জাতীয় দিবসসমূহ পালন

ফেডারেশন বিগত সেশনে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যেমন ভাষাদিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শ্রমিক দিবস পালন করেছে। এসব দিবসে স্বল্প পরিসরে হলেও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। যার খবর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সারা দেশে পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার লক্ষ্যে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবহন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত সেশনে বেশ কয়েকটি বৈঠকে পরিবহন বিভাগের কাজের পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দায়িত্বশীলগণ এতে যোগদান করেন। এই বিভাগের কাজকে শক্তিশালী করার জন্য বিভাগ ভিত্তিক কাজের তদারকি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া গত ১৭ আগস্ট কুমিল্লায় পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ এপ্রিল ২০০৮ পরিবহন শ্রমিক নেতা ও মালিকদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ২০০৮ সালে বিভাগের কাজকে আরও অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সিলেট বিভাগের দায়িত্বশীল মাওঃ লোকমানকে পরিবহন বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

শ্রমিক সেবা

ফেডারেশন তার সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি বিগত ২ বছরে ফেডারেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ভয়াবহ সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের মাঝে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, শাড়ী ও কম্বলসহ নগদ অর্থ ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া কর্জে হাসানা চিকিৎসা, যাতায়াত, ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও বিয়ে, অসহায় শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা সাহায্য, রমজান উপলক্ষে গরীব শ্রমিকদের মাঝে কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা এবং খুলনাতে সেমাই, চিনি এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, কোরবানীর গোস্ত বিতরণ, মামলায় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রমে খরচ হয়েছে।

২০০৭ সাল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও জরুরী অবস্থার কারণে সংগঠনের তৎপরতা চালানো সম্ভব হয়নি। বিগত সেশনে পরিকল্পনার আলোকে যতটুকু কাজ হয়েছে তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি আর যতটুকু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। আমীন॥

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মুহতারাম আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

দাবী আদায়ের সংগ্রামে মিছিলরত মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

খুলনা-যশোর অঞ্চলের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দাবীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সম্মেলনে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

বিদেশী মেহমানের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মরহুম কবির আহমদ মজুমদারকে আলাপরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

ওয়ামীর নব নির্বাচিত সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

কুমিল্লার শহর শাখার কর্মী সম্মেলনে কবির আহমদ মজুমদার

নারায়ণগঞ্জে বন্যার্তদের মধ্যে রিলিফ বিতরণ অনুষ্ঠানে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মুক্তির দাবীতে গণস্বাক্ষর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে বন্যার্তদের মাঝে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মুক্তির জন্য আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

অন্তিম শয়ানে মরহুম কবির আহমদ মজুমদার

মরহুম কবির আহমদ মজুমদারের স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রামের বিআইএ মসজিদ চত্বরে প্রথম জানাযার নামাজে ইমামতি করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

মরহুম কবির আহমদ মজুমদারের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনুরহাট মাদরাসা ময়দানে জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মরহুমের সাথী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

মরহুম কবির আহমদ মজুমদারের দ্বিতীয় নামাযে জানাযায় ইমামতি করছেন জামায়াতে ইসলামী ফেনী জেলা আমীর অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া

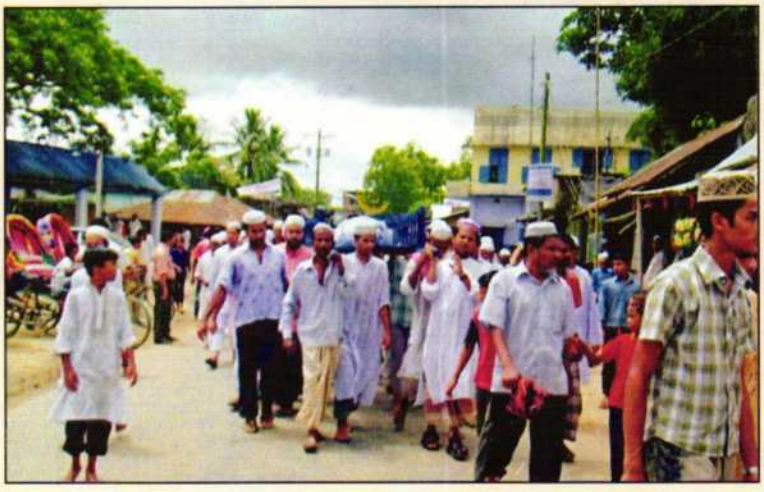

জানাযা শেষে কবরস্থানে অন্তিম শয়ানে রাখার জন্য মরহুম কবির আহমদ মজুমদারের লাশের কফিন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

দাফন শেষে মরহুম কবির আহমদ মজুমদারকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

মরহুমের তিনি ছেলে নিশাত, আসাদ ও ফুয়াদ

মরহুমের বড় ছেলের হাতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের পক্ষ থেকে শোকবাণী হস্তান্তর করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি

মরহুম কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

মরহুম কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন মরহুমের বড় ছেলে তানভির আহমদ নিশাত

মরহুম কবির আহমদ মজুমদার স্মরণে আয়োজিত শোক সভায় মুনাজাত পরিচালনা করছেন মাওলানা মুফতি আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মরহুম কবির আহমদ মজুমদারের স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে শ্রমজীবি মানুষের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা

কল্যাণ প্রকাশনী

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের প্রকাশনায় আসুন।
কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেকে জানুন ও পড়ুন

কল্যাণ প্রকাশনী প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

১. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন?
২. পরিচিতি
৩. শ্রমিকের অধিকার
৪. INTRODUCTION of BSKF
৫. আখেরাতের প্রস্তুতি
৬. হাদীসে রাসূল
৭. নির্বাচিত হাজার হাদীস
৮. দৌড়াও আল্লাহর পথে
৯. কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন
১০. ছোটদের মওদূদী
১১. নামাজ কি শিখায়
১২. রোজা কি শিখায়
১৩. যাকাত কি শিখায়
১৪. তাকওয়া পরহেযগারীর মর্মকথা
১৫. ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
১৬. শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী
১৭. মাওলানা মওদূদীর দরসে হাদিস
১৮. দারসুল কুরআন
১৯. ইসলামের সমরনীতি
২০. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন
২১. আল কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
২২. শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি
২৩. মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহ
২৪. ইসলামে শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন
২৫. শেষ নিবাস
২৬. আল কুরআনের সংলাপ
২৭. শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ
২৮. হাদীসের শিক্ষা
২৯. ইসলামী শ্রমনীতি
৩০. ইসলামী আচরণ
৩১. শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান
৩২. ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি
৩৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী
৩৪. Islam & Rights of Labour

এছাড়াও জামায়াত প্রকাশনী, আধুনিক প্রকাশনী, শতাব্দী প্রকাশনী, কাঁটাবন বুক কর্ণার এবং অন্যান্য প্রকাশনীর বই-পুস্তক, খাতা, কলম এবং চাবির রিং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান

কল্যাণ প্রকাশনী

(পরিচালনায়: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন)

৪৩৫, মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৯৩৫৫০৪৪, মোবাইলঃ ০১৫৫২৩২৭৫৯৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কর্ণফুলী হাউজিং

নিঃস্কন্টক জমি ক্রয়-বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও মোবারকবাদ

আপনি কি কুমিল্লা শহরে বাড়ী করতে আগ্রহী। আমাদের নিকট নিঃস্কন্টক রেডিমেট বাড়ী ও প্লট ক্রয়ের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূইয়া
চেয়ারম্যান
কর্ণফুলী হাউজিং

টমছমব্রীজ মসজিদ মার্কেট (২য় তলা), কুমিল্লা।
ফোন ঃ ৭২৩৯৬, মোবাইল : ০১৭১-১১১৮২৯৮

Grameen Bangla Institute of Technology

গ্রামীন বাংলা টেকনিক্যাল সেন্টার

Grameen Bangla Technical Centre

(Overseas & Local Employment Trade Test & Training Centre)

দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে বিদেশে যাওয়ার কর্মপোযোগী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক ও দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও কোর্সম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থা।
- উন্নতদেশ সমূহের কারিগরী পদ্ধতি অনুসারে প্রশিক্ষন প্রদান।
- নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত মনোরম পরিবেশ
- আবাসিক/অনাবাসিক সুবিধা।

আমাদের ট্রেড সমূহ ঃ

- সিভিল কন্সট্রাকশন
- গার্মেন্টস,টেইলারিং,ড্রেসমেকার
- ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স
- ড্রাইভিং এন্ড অটোমোবাইল
- ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ/মেরিন টেকনোলজী
- ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং
- কম্পিউটার ট্রেনিং
- মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওর্য়াকিং
- হোটেল ম্যানেজমেন্ট

"জবটেষ্ট"
এখানে বিভিন্ন ট্রেডের উপর
"জব টেষ্টের" সু-ব্যবস্থা আছে

সেন্টার:
বাড়ী - ১০
(মফিজ উদ্দিন মেম্বার রোড)
২৩৮ আব্দুল্লাহ বাগ, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২
মোবা: ০১৯১১-৩৮০০২৮, ০১৭১২৫৬৫১২০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৭৬৬১

অফিস:
বাড়ী - ৪০, রোড - ২৫
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ইমেইল: gitbangla1@yahoo.com
Cell : 01911-380028, 01712565120
Fax : 880-2-8827661

মানি ডাবল স্কীম (MDS)

১,০০,০০০ টাকা বা তার গুণিতক জমা রেখে মাত্র ৬ বছরে মূল টাকার সমপরিমাণ মুনাফা পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে ব্যাংকের নির্দিষ্ট নিয়মে মূল টাকার ৮০% ঋণ নেয়া যাবে।

স্পেশাল ডিপোজিট স্কীম (SDS)

৫ বছরের জন্য ১,০০,০০০ টাকা থেকে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা রেখে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকায় ১ হাজার টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে।

স্পেশাল সেভিংস স্কীম (SSS)

মাসিক ৫০০ টাকা বা এর গুণিতক ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫ বছর কিংবা ১০ বছর মেয়াদে জমা রেখে আকর্ষণীয় মুনাফাসহ এককালীন টাকা নিন এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করুন।

ফিক্সড ডিপোজিট (FDR)

স্থায়ী আমানত ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস ও ১ বছর মেয়াদী। মেয়াদ শেষে আকর্ষণীয় হারে মুনাফা পাওয়া যায়। প্রয়োজনে মূল টাকার ৮০% ঋণ নেওয়া যাবে।

প্রিমিয়াম টার্ম ডিপোজিট (PTD)

২ বছরের জন্য ১০,০০,১০০ (দশ লক্ষ) টাকা বা তার বেশী জমা রাখলে ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়েও ১% বেশী মুনাফা পাওয়া যাবে।

ইন্সট্যান্ট আর্নিং টার্ম ডিপোজিট (IETD)

এক বছরের জন্য ১,০০,১০০ (এক লক্ষ) টাকা বা তার গুণিতক জমা রেখে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে মাত্র ১% কমে তাৎক্ষণিক অগ্রীম মুনাফা পাওয়া যাবে।

শর্ট টার্ম ডিপোজিট (STD)

ব্যক্তিগতভাবে ন্যূনতম ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং কালেকশন ক্রেডিট-এ ন্যূনতম ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জমার উপর আকর্ষণীয় হারে মুনাফা পাওয়া যাবে।

NCC BANK এনসিসি ব্যাংক লিঃ

Where Credit and Commerce Integrates

www.nccbank.com.bd

যে কোন মূল্যেই হোক এর
গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখা হয়,
অনন্য গুণগত মানই ১০০ বছর ধরে

রুহ্ আফজা'র

জনপ্রিয়তার ভিত্তি

রুহ্ আফজা লেবু পানি

মাঝারী সাইজের এক গ্লাস পানিতে ১/২ টুকরা লেবুর রস মিশিয়ে তাতে তিন টেবিল চামচ **রুহ্ আফজা** ঢেলে দিন। এবার প্রয়োজন মত চিনি ও বরফ মিশিয়ে পান করুন।

রুহ্ আফজা
প্রশান্তি দেয়
সতেজ করে

হামদর্দ

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ
হামদর্দ ভবন, ২৯১/১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

গ্রাহকদের জন্য সুখবর!!! এস.এম.এস করে আপনার পলিসির তথ্য জেনে নিন

পারস্পরিক সহযোগিতার তরে ○ ফারইষ্ট যাবে ঘরে ঘরে

সেবামাস

আগষ্ট-২০০৮

এখন সারাদেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময়ে
যে কোন মোবাইল দ্বারা ৬৯৬৯ নম্বরে এস.এম.এস করে
জানতে পারবেন আপনার প্রয়োজনীয় বীমা তথ্য

M- INSURANCE
SMS BASED INSURANCE SERVICE

কাস্টমার কেয়ার নম্বর
০১৭৩০ ০৯০০১১

যেভাবে এসএমএস করবেন

বীমা প্রিমিয়ার নোটিশ রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রথমে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান।

লিখুন ঃ
FIL <স্পেস>
REG<স্পেস>
পলিসি নম্বর

পাঠিয়ে দিন 6969 নম্বরে

রেজিস্ট্রেশন সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হলে ধন্যবাদের সহিত একটি ফিরতি মেসেজ পাবেন।

পলিসির তথ্য জানার জন্য প্রথমে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান।

লিখুন ঃ FIL <স্পেস>
পলিসি নম্বর
উদাহরন : FIL 1900045125-2

পাঠিয়ে দিন 6969 নম্বরে

ফিরতি মেসেজে আপনি জানতে পারবেন আপনার পলিসি সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাবলী।

রেজিস্ট্রেশনের পর

প্রিমিয়াম জমা দেবার পূর্বে-
রেজিস্ট্রারকৃত মোবাইলে আপনার 'প্রিমিয়াম নোটিশ' তথ্যাবলী সংক্রান্ত এই মেসেজটি (SMS)পাবেন।

এসএমএস সাহায্যের জন্য মোবাইল থেকে FIL <স্পেস> HELP লিখে পাঠিয়ে দিন 6969 নম্বরে।

কারিগরি সহযোগিতায়ঃ SSL Wireless

মোবাইল ফোন অপারেটর নির্ধারিত SMS Charge প্রযোজ্য।

যে কোন তথ্য জানতে ফোন করুন : 01730090011, 01197015451

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

প্রধান কার্যালয়ঃ টি.কে ভবন (১৪তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ পিএবিএক্স ৮১৫০১২৭-৩১ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮১৩০৬১১